CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 July, 2024 ■ আগরতলা ১৩ জুলাই ২০২৪ ইং ■ ২৮ আষাঢ়, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জনজাতি যুবকের মৃত্যু ঘিরে

অগ্নিগর্ভ গন্ডাছড়া, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, গন্ডাছড়াস ১২ জুলাই ।। এক জনজাতি যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির আকার নিয়েছে গন্ডাছড়া মহকুমা জুড়ে। রাতে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে মহকুমা বেশ কয়েকটি এলাকায় অপজাতি অধ্যুষিত গ্রাম গুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। গ্রামগুলি হল নারায়ণপুর চৌমুহনী বাজার হরিপুর বাজার এবং ৩০ কার্ড এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আরক্ষা প্রশাসন গোটা এলাকায় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়ন করেছে। গোটা এলাকা জুড়ে ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা(বিএনএসএস) ধারা ১৬৩(অধুনা ধারা ১৪৪) জারি রেখেছে গোটা এলাকায়। পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গোটা এলাকা জুড়ে পুলিশি টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। প্রশাসন থেকে প্রতিনিয়ত শান্তির বার্তা দেওয়া হচ্ছে। সূত্রের খবর বহু গ্রাম থেকে মানুষ অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে। ভয়ে এলাকা ছেড়েছে বহু মানুষ। প্রশাসন তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জাতি উপজাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট চেষ্টা চলছে। এদিকে, এক উপজাতি যুবকের মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত গণ্ডাছড়া এলাকা। এক ভবঘুরে যুবককে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছিল পরমেশ্বর রিয়াং (২১) নামে এক যুবক। গত ৯ জুলাই গন্ডাছড়া মহকুমার ত্রিশ কার্ড এলাকায় ক্রিকেট স্টেডিয়াম প্রাঙ্গনে আনন্দমেলা চলাকালীন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। ২৫ থেকে ৩০ জন যুবক মিলে এক ধবঘুরের ছেলেকে মারধর করছিল। তখনই পরমেশ্বর ওই ভবঘুরে ছেলেকে তাকে বাঁচাতে বাঙালি যুবকেরা মিলে পরমেশ্বর রিয়ানকে বেধড়ক মারধর করে। তাতে গুরুতর আহত হয় সে। পরবর্তী সময়ে তাকে জিবিপির হাসপাতালে নিয়ে এসে চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসা চলাকালীন অবস্থাতেই আজ সকালে মৃত্যু হয়েছে তার।

বিকেলে তার মৃতদেহ নিজ বাড়িতে নিয়ে যেতে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। উত্তেজিত আদিবাসীরা বাংলাভাষী আবাসিক এলাকাগুলিতে হামলা ও ভাঙচুর শুরু করে আজ সন্ধ্যায়। কাঁচের বোতল ইট পাটকেলের আঘাতে ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানও। উল্লেখ্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ সকাল থেকেই সংশ্লিষ্ট এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

অন্যদিকে, গন্ডাছড়া এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন যুবককে মারধর করে কিছু যুবক। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘিরে

রাজনগরে আক্রান্ত বামপ্রার্থীরা, বিশালগড়ে বিজেপি - কংগ্রেসের পাল্টা আক্রমণে উত্তপ্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, বিশালগড়, ১২ জুলাই।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। এদিন তিনি বলেন, আগামী ৮- আগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৫টি ব্লকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ করা হবে। ব্লকগুলি হল ডুকলি, পুরাতন আগরতলা, জিরানীয়া, মোহনপুর ও বামুটিয়া। ভোট নেওয়া হবে সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

তিনি জানান, এই ৫টি ব্লকে মোট ভোটার রয়েছেন ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৬২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৩ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮৫ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ৪ জন। তিনি জানান, ঐদিন এই জেলার ৫টি ব্লকের ৯১টি গ্রামপঞ্চায়েতের ৫৫৬টি কেন্দ্রের ১০ ১৩টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতির ৬৫টি কেন্দ্রের ৬৫টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ১৭টি কেন্দ্রের ১৭টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। ব্যালট পেপারে ভোট নেওয়া হবে।

জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে জিলা পরিষদের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের (বিডিও) কার্যালয়ে গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য আগামী ১৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিএসএফের এডিজির বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহার সঙ্গে দেখা করলেন বিএসএফ(ইস্টার্ন কমান্ড) কলকাতা- র অতিরিক্ত মহাপরিচালক রবি গান্ধী। উল্লেখ্য দুদিনের ত্রিপুরা সফরে এসেছেন তিনি। রাজ্যে এসে রাজ্যের সীমান্ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে মিলিত হয়েছেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন মুখ্য সচিব জিতেন্দ্রকুমার সিং(আইএএস), ত্রিপুরা পুলিশের ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন (আইপিএস)।

এদিনের এই উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় বিএসএফ কর্তৃক প্রযুক্তিগত উন্নত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে গ্রহণকারী বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১২ এবং ১৩ জুলাই দুদিনের রাজ্য সফরে এসেছেন এডিজি রবি গান্ধী। বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশের বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

এদিন রাজ্যে প্রবেশের পর বিএসএফ(ইস্টার্ন কমান্ড) কলকাতা- র অতিরিক্ত মহাপরিচালক রবি গান্ধীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, বিএসএফের আইজি পাটেল পুরুষোত্তম দাস(আইপিএস), সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

গাড়ি নিয়ে বৈদ্যুতিক খুঁটিতে ধাক্কা মদমত্ত চালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১২ জুলাই।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর হাসপাতাল রোডে অজন্তা ড্রাগসের বিপরীতে রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময় একটি বোলেরো গাড়ি রাস্তার পাশে থাকা ইলেকট্রিক পোস্টে সজোরে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি উল্টে যায়। বৈদ্যুতিক খুঁটিও ভেঙে বৈদ্যুতিক তার রাস্তায় পরে যায়। খবরে পেয়ে ধর্মনগরের অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর কর্মীরা এসে মদমত্ত অবস্থায় থাকা গাড়ির ড্রাইভারকে আহত অবস্থায় ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুক্রবার বিজেপির সদর কার্যালয়ে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামীন উন্নয়নে রাজ্যের জন্য ১১৪.৩২ কোটি টাকা অনুমোদন

নয়াদিল্লী, ১২ জুলাই ।। পূর্বোত্তর অঞ্চলে গ্রামীণ যোগাযোগ শক্তিশালী ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে গতিশীলতাকে ত্বরান্বিত করতে গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী মহা অভিযান (পিএম-জনমন) এর অধীনে ১১৮.৭৫৬ কিলোমিটারের ৪২ টি রাস্তা তৈরি করতে অনুমোদন দিয়েছে, যা উপর ১১৪.৩২ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।

এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি হবে:

--- রাজ্যের ৪৭ টি PVTG বাসস্থানে সমস্ত আবহাওয়া সড়ক সংযোগ প্রদান করুন।

— রাজ্যে বসবাসকারী বিশেষ করে দুর্বল জনজাতি গোষ্ঠীর (PVTGs) আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটানো।

--- প্রত্যন্ত গ্রাম এবং শহুরে কেন্দ্রগুলির মধ্যে ব্যবধান পূরণ করে, গ্রামীণ এলাকায় সংযোগ বৃদ্ধি করা।

— এই অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি করা।

— স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং বাজারের মতো প্রয়োজনীয় পরিষেবাগুলির উন্নতকরন।

— কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করা।

— একটি সমৃদ্ধ উত্তর-পূর্ব এবং একটি উন্নত ভারতের (বিকশিত ভারত) সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সারিবদ্ধ করা।

প্রধানমন্ত্রী জনজাতি আদিবাসী ন্যায় মহা অভিযানের অধীনে প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলে একটি রূপান্তরমূলক প্রভাব ফেলবে, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে সরকারের প্রতিশ্রুতিকে মজবুত করবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন ঃ ডিএম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। পঞ্চায়েত নির্বাচনে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী। নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার।

এদিন তিনি বলেন, আগামী ৮- আগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ৫টি ব্লকে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের ভোটগ্রহণ করা হবে। ব্লকগুলি হল ডুকলি, পুরাতন আগরতলা, জিরানীয়া, মোহনপুর ও বামুটিয়া। ভোট নেওয়া হবে সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

তিনি জানান, এই ৫টি ব্লকে মোট ভোটার রয়েছেন ২ লক্ষ ১৮ হাজার ৩৬২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ১০ হাজার ৭৩ জন এবং মহিলা ভোটার রয়েছেন ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮৫ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ৪ জন। তিনি জানান, ঐদিন এই জেলার ৫টি ব্লকের ৯১টি গ্রামপঞ্চায়েতের ৫৫৬টি কেন্দ্রের ১০ ১৩টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত সমিতির ৬৫টি কেন্দ্রের ৬৫টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ১৭টি কেন্দ্রের ১৭টি আসনে ভোট নেওয়া হবে। ব্যালট পেপারে ভোট নেওয়া হবে।

জেলা নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে জিলা পরিষদের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের (বিডিও) কার্যালয়ে গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য আগামী ১৮ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত ভোটে ঊনকোটিতে বাম-কংগ্রেসের জোটে ভরসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১২ জুলাই।। সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ঊনকোটি জেলায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে স্থানীয়ভাবে আসন সমঝোতা করার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে কংগ্রেস এবং বামেরা।

অবশেষে ঊনকোটি জেলায় কংগ্রেস সিপিআইএম জোট হলো। শুক্রবার কৈলাসহর কংগ্রেস ভবনে দুই দলের নেতৃবৃন্দ একসাথে বসে জোটের বার্তা দিলেন। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বীরজিত সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান ও সি পি এম জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং বিভাগীয় সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী। বিধায়ক বীরজিৎ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিকি হত্যার মূল অভিযুক্তকে আট দিনের পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। ভিকি হত্যাকান্ডে মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মনকে আজ মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালতের কাছে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানালেন সরকার পক্ষের আইনজীবী শংকর লোধ। আদালত আট দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছে।

এদিন তিনি বলেন, গত ১০ জুলাই গৌহাটি থেকে ভিকি হত্যাকান্ডের মূল অভিযুক্ত রাজু বর্মণকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর তাকে গৌহাটির ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে তোলা হয়েছিল। আজ তাকে মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছে। আদালতের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেজে উঠছে চৌদ্দ দেবতা মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৩ জুলাই: শুরু হতে যাচ্ছে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খারচি পূজা। ইতিমধ্যেই সাত দিনব্যাপী এই বিশেষ পূজা ও মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বুধবার সম্পূর্ণ প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। এদিন মেলা প্রাঙ্গন এবং মন্দিরে খারচিপূজাকে কেন্দ্র করে সমস্ত ধরনের প্রস্তুতির যাবতীয় খোঁজখবর নেন তিনি।

বিধায়ক জানান, ইতিমধ্যেই অনেকটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে প্রস্তুতি। মন্দিরের রং করা থেকে শুরু করে মেলা পরিচালন কমিটি মেলা সম্পর্কিত যাবতীয় প্রস্তুতি চূড়ান্ত করছে। এবছর খারচি উৎসবে বিশেষ বার্তা হল 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও'। রাজ্যবাসীকে গাছ লাগানোর জন্য উৎসাহিত করতে মেলা কমিটি ১৫০০০ চারা গাছ দর্শনার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং গাছ লাগানোর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এছাড়াও সাত দিনব্যাপী এই পূজা এবং মেলাতে আগত দূর দূরান্ত থেকে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য খাবার এবং তাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয় সেই জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়াও থাকবে ফুড সেফটি ভ্যান। মেলাতে কেউ যেন বাসি এবং পচা খাবার বিক্রি করতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খারচি পূজার আচার অনুষ্ঠান শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই।। আজ থেকে শুরু হয়েছে খার্চি পূজার আচার-অনুষ্ঠান। প্রথম দিন ঘটা করে জারি পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই পূজোর মাধ্যমে জল শুদ্ধিকরণ করা হয়ে থাকে বলে জানান মন্দিরের জনৈক চন্তাই।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৪ জুলাই থেকে পুরাতন আগরতলাস্থিত চৌদ্দ দেবতা মন্দিরে শুরু হতে যাচ্ছে ৭ দিন ব্যাপী খার্চি মেলা ও উৎসব। খার্চি মেলাকে সামনে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৭০ ▫ ১৩ জুলাই ২০২৪ ইং ▫ ২৮ আষাঢ় ▫ শনিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

পথ দেখাইল ভারত

দারিদ্র দূরীকরণে ভারত নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। ইতিমধ্যেই এইসব পদক্ষেপের সুফল ভোগ করিতে শুরু করিয়াছেন দেশের দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের রিপোর্টেও তাহা উঠিয়া আসিয়াছে। ইহা আমাদের দেশ ভারতের জন্য অতীব গর্বের। জনগণকে দারিদ্র্যসীমার নিচ হইতে উপরে তুলিয়া আনিবার পরিকল্পনা দেশের সরকারকেই গ্রহণ করিতে হয়। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া এই সাফল্য কোনদিনই প্রত্যাশা করা যায় না। ভারত সরকারের নিচে বসবাসকারী জনগণের অর্থনৈতিক সামাজিক ও শিক্ষাগত মান উন্নয়নের জন্য যেসব বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়িত হইতে শুরু করিয়াছে। সেই সুবাদেই ভারত বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হওয়ার অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিশ্বে যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্যসীমার নিচে মানুষ বসবাস করেন তাহাদের মধ্যে অন্যতম একটি দেশ হিসেবে ভারতকেও পরিগণিত করা হইত। দিন যত এগিয়ে যাইতেছে ভারত ততই দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইতেছে। রীতিমত বিশ্বকে পথ দেখাইতে শুরু করিয়াছে ভারত। আর এসবের পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতের এবং মোদি সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছে রাষ্ট্রসংঘ ।দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে যৌথভাবে অক্সফোর্ড পভার্টি অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছে। সেই রিপোর্টে রীতিমত চমক দেখা যাইতেছে ভারতে দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়ে। মাত্র কয়েক বছরে ভারত এইভাবে দারিদ্র দূরীকরণ করিতে সক্ষম হইবে তাহা রীতিমতো অবিশ্বাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাও আবার কোভিড কালের মত দুর্বিসহ অবস্থাতেও।গত ১৫ বছরে দেশের দরিদ্র নাগরিকদের অর্ধেক নাগরিককে দারিদ্র সীমা থেকে বাহির করিতে সক্ষম হইয়াছে সরকার। দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের আর্থিক উন্নতির জন্য সরকারের তরফ থেকে যে সকল পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে সেই সকল পরিকল্পনা বাস্তবায়িত বলিয়াই দাবি করা হইয়াছে রিপোর্টে। এই সকল বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘ আশাবাদী, সরকারি এমন সব প্রকল্পের হাত ধরিয়া আগামী দিনেও ভারত দেশে থাকা দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করিতে সক্ষম হইবে।এই রিপোর্ট পেশ করা হইয়াছে ২০০৫-০৬ থেকে ২০১৯-২১ সাল পর্যন্ত তথ্যের ভিত্তিতে। রিপোর্ট অনুযায়ী যেখানে ভারতের দারিদ্রসীমা ৫৫.১ থেকে দাঁড়াইয়াছে ১৬.৪। অর্থাৎ হিসেব অনুযায়ী এই ১৫ বছরে দেশের সাড়ে ৪১ কোটির বেশি মানুষ দারিদ্র সীমার উপরে উঠিয়া আসিয়াছেন।'২০০৫ সালে দেশে ৬৪ কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বসবাস করিতেন। কিন্তু ১৫ বছর পর এই সংখ্যা কমে দাঁড়িয়াছে ২৩ কোটি। যদিও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে, কোভিড অতিমারির সময় সঠিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। হবে তাহা হইলেও যে সংখ্যা পাওয়া গিয়াছে তাহাতেই ভারত এখন বিশ্বকে আশার আলো দেখাইতেছে। ভারত সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ গুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করিতে রাজনীতির উর্ধে উঠিয়া সকলকে অগ্রসর হইতে হইবে। আহা হইলেই সার্বিক সাফল্য আসবে এবং দেশ গর্বের মুকুট পরিধান করিতে পারিবে।

শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কে ট্রাক থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৮৬ কেজি গাঁজা

জলপাইগুড়ি, ১২ জুলাই (হি. স.) : একটি ট্রাক থেকে ১৮৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তবে এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি ।বৃহস্পতিবার রাতে শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের তালমা এলাকায় গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তালমা এলাকার একটি হোটেলের সামনে দু'দিন ধরে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। খবর পেয়ে ট্রাকটিতে তল্লাশি চালানো হয়। এসময় ট্রাক থেকে ৩৬ প্যাকেট গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা গাঁজার ওজন প্রায় ১৮৬ কেজি ।কোতোয়ালি থানার পুলিশ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে ট্রাকের চালকের খোঁজ শুরু করেছে।

অমরনাথ যাত্রা চলছেই নির্বিঘ্নেই, বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পুণ্যার্থীরা

জম্মু, ১২ জুলাই (হি.স.): সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নেই চলছে বার্ষিক অমরনাথ যাত্রা। শুক্রবার সকালে অমরনাথের পবিত্র গুহা মন্দিরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে তীর্থযাত্রীদের আরও একটি দল। পবিত্র অমরনাথ যাত্রার জন্য জম্মুর ভগবতী নগর যাত্রী নিবাস থেকে ৪,৪৩৪ জনের তীর্থযাত্রীর একটি দল বৃহস্পতিবার সকালে রওনা হয়েছে।

কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে নিজ নিজ গাড়িতে চেপে পুণ্যার্থীরা রওনা হন। অমরনাথ যাত্রাকে ঘিরে নিরাপত্তা অনেকটাই আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। পুণ্যার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে দিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অমরনাথের পবিত্র গুহায় পূজার্চনা করেছেন তীর্থযাত্রীরা।

শুক্রে আবারও দাম বাড়লো সোনার, রুপোর দর অপরিবর্তিত

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.) : বৃহস্পতিবারের পর শুক্রবারেও বাড়লো সোনার দাম। এদিন কলকাতায় ২৪ ক্যারেট খুচরো পাকা সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৭৩৬০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২৪ ক্যারেট পাকা সোনার দাম আজ ৭৩৬০০ টাকা। আর ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম প্রতি গ্রামে ৭০০০ টাকা। প্রতি ১০ গ্রাম ২২ ক্যারেট গয়নার হলমার্ক সোনার দাম আজ ৭০০০০ টাকা।

এদিকে শুক্রবার কলকাতায় প্রতি কেজি রুপোর বাট বিকোচ্ছে ৯২৬০০ টাকায়। প্রতি কেজি খুচরো রুপো বিকোচ্ছে ৯২৭০০ টাকায়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের তুলনায় শুক্রবার কলকাতায় রুপোর দাম অপরিবর্তিতই আছে।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা, সতর্কতা জারি

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি. স.): শুক্রবার সকাল থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে শহর কলকাতায়। বেলা বাড়লে বৃষ্টি আরও বাড়বে বলে জানা গেছে আবহাওয়া দফতরের তরফে।

শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এদিন দক্ষিণবঙ্গের বহু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমানে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এদিকে শুক্রবার উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার থেকে শুরু করে কোচবিহার, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরে ভারী বৃষ্টি সম্ভাবনা। তবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে আলিপুরদুয়ার জেলায়। এই জেলায় কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আপাতত রবিবার অবধি এমনই বৃষ্টি চলবে বলে খবর।

পূর্ব বঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য কর্ম আর জমিদারী সমানতালে

প্রবীর মজুমদার

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ম সবচেয়ে প্রতিভাবান সন্তান কনিষ্ঠ পুত্রকে বিয়ের দুই দিন আগে ২২ অগ্রহায়ণ ১২৯০ বঙ্গাব্দে একটি চিঠিতে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। চিঠিতে তিনি লেখেন: 'এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিস বাকী ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি-রপ্তানি পত্রসকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ।' তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২২। এই জমিদারির কিছু অংশ ওড়িশা ও বিহারে থাকলেও মূল অংশ ছিল পূর্ববঙ্গে, পদ্মাপারের বিস্তীর্ণ পল্লিবাংলায়। তাঁর জীবনপঞ্জিতে দেখা যায়, জমিদারি দেখাশোনার দায়িত্ব পেতে পেতে আরও ছয় বছর কেটে যায়। পূর্ববঙ্গে আসার আগেই রবীন্দ্রনাথ বারো বছর বয়সে বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়ে বোলপুর হয়ে হিমালয়ে গিয়েছিলেন। এমনকি এর কিছু পরে এবং পরিণত মন নিয়ে এখানে আসার আগে, দুবার বিলেতও ঘুরে এসেছেন তিনি।

১৮৮৯ সালের নভেম্বরে ২৮ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের জমিদারির দায়িত্ব পালন শুরু করেন। সে বছরের নভেম্বরে সপরিবারে শিলাইদহে নৌকাবাস করেন, যার উল্লেখ রয়েছে ছিন্নপত্র-এর তৃতীয় চিঠিতে, যা ছিন্নপত্রাবলীতে চতুর্থ চিঠি। পড়ে বোঝা যায়, প্রকৃতির এই অবাধ মুক্ত রাজ্যে তাঁর মন একদিকে বিশালতার বোধে পরিতৃপ্ত, অপর দিকে এর অনিশ্চয়তা ও বৈচিত্র্যের নাটকীয়তায় কৌতুকে-কৌতূহলে প্রাণবন্ত। এই চিঠি থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দেওয়া যাক: '... শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সামনে আমাদের বোট লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর-ধূ ধূ করছে-কোথাও শেষ দেখা যায় না-কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়- আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়-গ্রাম নেই, লোক নেই, শুরু নেই, তৃণ নেই-বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুকনো সাদা বালি-পূর্ব দিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখলে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নিচে অনন্ত পাণ্ডুরতা, আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, নিচে দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।' তবে প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ হয়েছে সেই শৈশবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২১ অগ্রহায়ণ ১৮৮২ বঙ্গাব্দ তারিখে বোটে করে শিলাইদহ যাত্রা করেন। এ যাত্রায় তিনি চতুর্দশবর্ষীয় কনিষ্ঠ পুত্রকেও তাঁর সঙ্গী করেন। এই ভ্রমণের একটি বিবরণী তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়, যা রবিজীবনী প্রথম খণ্ডে উদ্ধৃত হয়েছে। এই সংবাদে লেখা হয়েছে, 'স্বাধ্যায়ের পর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের কনিষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুমধুর স্বরে একটি মনোহর ব্রহ্মসঙ্গীত করেন।' একই বছর ফাল্গুনে আবারও শিলাইদহে যান রবীন্দ্রনাথ, এবার সঙ্গী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৃদ্ধ বয়সে 'ছেলেবেলা'য় স্মৃতিচারণা করে লিখেছেন: 'পুরোনো নীলকুঠি তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড়ো বড়ো ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল।... সেদিনকার আর যা-কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর।' এই সময়ে রবীন্দ্র-কবির কুঁড়ি দল মেলতে শুরু করেছিল পূর্ণোদ্যমে। সে কথাও লিখেছেন তিনি: 'একলা থাকার মন নিয়ে আছি। ছোটো একটি কোণের ঘর। যত বড় ঢালা ছাদ তত বড়ো ফলাও আমার ছুটি। অজানা ভিন দেশের ছুটি, পুরোনো দিঘির

কালো জলের মতো তার থই পাওয়া যায় না। বউ-কথা-কও ডাকছে তো ডাকছেই, উড়ো ভাবনা ভাবছি তো ভাবছিই। এই সঙ্গে সঙ্গে আমার খাতা ভরে উঠতে আরম্ভ করছে পদ্যে। সেগুলো যেন ঝরে পড়বার মুখে মাঘের প্রথম ফসলের আমের বোল-ঝরেও গেছে।' ঠাকুরদের আদি নিবাস যশোহর খাঁটি পূর্ববঙ্গ না হলেও '৪৭-এর দেশভাগের পর থেকে পূর্ববঙ্গেরই অংশ। সে হিসেবে রবীন্দ্রনাথের আদি নিবাস বাংলাদেশ। রবীন্দ্রনাথদের পূর্বপুরুষ পঞ্চানন (ঠাকুর) জ্ঞাতিকলহে দেশ ত্যাগ করে ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় উপস্থিত হন। সেটা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ, অর্থাৎ জোব চার্নকের কলকাতা নগর পত্তনের সমসাময়িক কাল। সেই থেকে পাথুরিয়াঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি তাঁদের ঠিকানা। রবীন্দ্রনাথ বিয়েও করেছিলেন যশোহর থেকে, যদিও তাঁর শ্বশুরের বাস ছিল খুলনায়, দক্ষিণ ডিহিতে। পূর্বপুরুষের বা আত্মীয়তার যোগ কখনো গভীরবাবে তাঁকে বাঁধতে পারেনি। বরং জমিদারি-সূত্রে বারবার যাতায়াতের ফলে পূর্ববঙ্গের পল্লিপ্রকৃতি ও পল্লিজীবনের সাথে তাঁর নাড়ির যোগ তৈরি হয়। নদীবিধৌত প্রকৃতি ও পল্লিজীবনের সাথে তাঁর নাড়ির যোগ তৈরি হয়। নদীবিধৌত প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় প্রাণোচ্ছল রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে আর তারই কোলে প্রবহমান জীবনের খুঁটিনাটি তাঁর জীবনবোধ ও দর্শনকে করেছে সমৃদ্ধ। সংবেদনশীল স্রষ্টাশিল্পীর মন বিচিত্র ধারায় আপন উপলব্ধিকে অপরূপে রূপায়িত করেছে শিল্পের নানা ধারায় বিচিত্র সৃষ্টির মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের আটাশ থেকে মধ্য-পঞ্চাশ কেটেছে জলময় পূর্ববঙ্গে-নদীতে খালে-বিলে, আর যতদিন বাড়িতে থেকেছেন বজরায়। তাছাড়া আজ শিলাইদহ, কাল শাহজাদপুর, পরশু পতিসর, মাঝখানে স্টিমারযোগে ওড়িশা-কলকাতা-বোলপুর তো আছেই। এক বাড়িতে দীর্ঘকাল বাস তাঁর কুষ্টিতে নেই। শান্তিনিকেতনেই এমন দশ বারোখানা বাড়ি আছে, যাতে ঘনঘন বাসা বদল করেছেন। ঋণের ভারে দ্বারকানাথের বিপুল ঐশ্বর্য্যের ভরাডুবি হওয়ার পরও যে ভূ-সম্পত্তি রক্ষা পায় সময়রে তুলায় তা সামান্য হলেও নেহাত অল্প নয়। ১৮৮৯ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত পরায় প্রতিবছর বারবার তিনি জমিদারিতে গিয়েছেন, জমিদারি দেখার চেয়ে মনের ক্লানিত কিংবা দেহের অবসাদ কাটানোর জন্যই তিনি ছুটে গিয়েছেন শিলাইদহ, পদ্মা, শাহজাদপুর, যমুনা, পতিসর, সোরাই, আত্রাই, চলনবিল। ১৯১৯ থেকে তিনি জমিদারির দায়িত্বের বাইরে বিশ্ববরেণ্য কবি ও বাঙালি সারস্বত সমাজের অগ্রনায়ক হিসেবে পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলায় নানা উপলক্ষ্যে গিয়েছেন। ১৯০৭ সালে একবার চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। সেবারে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন। সেবারে চট্টগ্রাম থেকে কুমিল্লা ও চাঁদপুর হয়ে আগরতলা যান। পরে সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পাবনা, খুলনা, কুমিল্লা, রাজশাহী সফল করেছেন। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথর সপ্তাহব্যাপী ঢাকা সফরের বিস্তারিত বর্ণনা আছে বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য চিন্তাবিদ আবুল ফজলের আত্মজীবনী 'রেখাচিত্র'-তে। তখন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র পূর্ববঙ্গের অগ্রসর চিন্তার মুসলিম তরুণের মনে রবীন্দ্রনাথ কতটা গভীর রেখাপাত করেছিলেন, কী ব্যাপক আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে তারা গ্রহণ করেছিল, সেটা বোঝা যায় কবির সফরের আট পৃষ্ঠাব্যাপীড উচ্ছ্বাসপূর্ণ অনুপুঙ্খ বর্ণনায়। সান্ধ্যসুর্য্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো কবির বক্তৃতা শুনতে শুনতে আবুল ফজলের মনে হয়েছে, "যে সুর্য্যের তখনকার কিরণের সঙ্গে তাঁর গায়ের রক্ষ একাকার হয়ে মিশে গেছে, সে সূর্য্যের দিকে চেয়ে, তার অস্তগমনের সঙ্গে নিজেরে অস্তগমনোন্মুখ জীবনের তুলনা দিয়ে এক অতুলনীয় ভাষায় বক্তৃতা শুরু করলেন তখন বিপুল জনতা কবি মুখ নিঃসৃত ভাষার সৌন্দর্য্যে ও কণ্ঠের মাধুর্য্যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। কবিকে কখনোই ভৌগলিক সীমারেখা দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না। কবির ভালোবাসা সবার জন্য উন্মুক্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাথে পূর্ববঙ্গের যে সম্পর্ক তাঁর তাৎপর্য আলাদা। পূর্ববঙ্গ রবীন্দ্রনাথকে যেমন দিয়েছে দুই হাত ভরে, তেমনই রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে নিয্যাস তুলে নিয়ে বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। যে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে 'রাইটাস' ব্লক'-এর কবলে পড়ে নতুন কিছু লেখার না পেয়ে বসে বসে 'গীতাঞ্জলি' ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন, সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু শিলাইদহে বসে রচনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের অনেক রত্ন। এখানেই পূর্ব বাংলার প্রকৃতির তাৎপর্য। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ঘুরে এমনকি ভারতবর্ষের কোথাও এমন উদাস করা পৃথিবীর সন্ধান পাননি, যা পেয়েছিলেন এই বাংলার বরেন্দ্রভূমিতে।

জমিদারির জন্য পূর্ব বঙ্গে এলেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য কর্ম আর জমিদারী সমানতালে চলিয়ে যান। সাধারন মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি বহুবিদ কর্মসূচি হাতে নেন। তিনি ছিলেন প্রজাদের প্রকৃত বন্ধু ও অভিভাবক। রবীন্দ্রনাথ জমিদারির চেহারাটাই পাল্টে দিয়েছিলেন কাজনা আদায় মানেই যে জমিদারী নয়, সেটা তিনি প্রমাণ করলেন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের পত্তন তাঁর হাত ধরেই শুধু হয়। তিনি মহাজনদের দৌরাত্ম্য কমানোর জন্য কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। কাছারিতে সালিশি ব্যাবস্থার মাধ্যমে তিনি সাধারণ জনগণকে মামলার ঝামেলা থেকে মুক্ত করেন। এছাড়া পল্লী উন্নয়নে তাঁর বহুবিদ কর্মসূচির মাধ্যমে পূর্ব বঙ্গের মানুষদের কাছে তিনি প্রজা প্রিয় জমিদার হয়ে উঠেন। শুধু জমিদারী দেখাশোনাই না, তিনি সমান তালে চালিয়ে গিদয়েছেন তাঁর সাহিত্য কর্ম। শস্য শ্যামলা বাংলার আকাশ, সুজলা সুফলা মাঠ, বহতা নদীর স্রোতধারা কবিকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি তাঁর অনেক বিখ্যাত লেখাই লিখেছেন এই পূর্ব বঙ্গে বসে। শিলাইদহ বসেই কবি লিখেছেন সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকার অসংখ্য কবিতা। লিখেছেন অর্ধশতাধিক ছোটগল্প আর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রীকে অনন্য পত্রগুচ্ছ।

পূর্ববঙ্গের সাথে কবির সম্পর্ক অবিনাশী। পদ্মা বক্ষে নৌকায় ভেসে ভেসে কবি অবগাহন করেছেন পূর্ববঙ্গের অপার সৌন্দর্য। শ্বেত শুভ্র কাশ বন, অবারিত নীল আকাশ, সবুজ সোনালী ফসলের মাঠেই কবি খুঁজে পেয়েছেন তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের অনুপ্রেরণা। কবি আর পূর্ব বঙ্গের প্রকৃতি ও মানুষের মাঝে তৈরি হয়েছে এক আত্মিক মেলবন্ধন। যা আজো কবির গল্পে, কাব্যে, ছন্দে বিদ্যমান। ১৯৩৭ সনে শেষবার "পুণ্যাহ" উপলক্ষে জমিদারি ঘুরে যান তিনি। পতিসরের প্রজাদের "পুণ্যাহ" অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর প্রিয় প্রজাদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কবির বয়স তখন ৭৬। পূর্ববঙ্গে এটাই তাঁর শেষ আগমন। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে সরাসরি ট্রেনে আত্রাই স্টেশনে। এখান থেকে ৭ মাইল রাস্তা পতিসর। কবিকে হাতির পিঠে চড়িয়ে প্রজারা বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে পতিসর কাছারিতে আনেন। পতিসরে কাছারিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কালিগ্রাম পরগনার রাতোয়াল গ্রামের কফিলউদ্দিন আকন্দ নামে একজন মুসলমান প্রজা নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করেন। মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের কালীগ্রাম পরগনায় শুভাগমন উপলক্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলী: "প্রভু রূপে হেতা আস নাই তুমি। দেবরূপে এসে দিলে দেখা। দেবতার দান অক্ষয় হোক/হৃদিপটে থাক স্মৃতি রেখা।" পতিসর সদর কাছারি/১২ শ্রাবণ ১৩৪৪/ মো. কফিলউদ্দিন আকন্দ, রাতোয়াল। এই অনুষ্ঠানে সে সময়ের রাজশাহীর জেলা প্রশাসক বিশিষ্ট সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্করসহ অন্যন্য বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পুণ্যাহ অনুষ্ঠানের পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কবি বললেন: সংসার থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা হলো-এইটিই আমার সান্তনা। রবীন্দ্রনাথের হৃদয় ছিল প্রেমে পূর্ণ, মানবিক। এ জন্যই তিনি জমিদার হয়েও আর দশজন জমিদারের মতো প্রজাপীড়ক অত্যাচারী জমিদার ছিলেন না। যার প্রকাশ তিনি তাঁর পুণ্যাহ অনুষ্ঠানেই দেখিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন, প্রিন্স দ্বারকানাথের আমল থেকে সম্ভ্রম ও জাতিবর্ণ অনুযায়ী পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে থাকে বিভিন্ন আসনের বন্দোবস্ত। হিন্দুরা চাদর ঢাকা শতরঞ্জির উপর একধারে, তার মধ্যে ব্রাহ্মনের স্থান আলাদা এবং চাদর ছাড়া শতরঞ্জির উপর মুসলমান প্রজারা অন্যধারে। সদর ও অন্য কাছারির কর্মচারীরাও নিজ নিজ পদমর্যাদা মতো বসেন পৃথক আসনে। আর বাবুমশায়ের জন্য ভেলভেটে মোড়া সিংহাসন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এ প্রথা ভেঙে দিলেন। প্রভাববিস্তারকারী সকলের প্রবল আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন, "হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, সবাইকে একই ভাবে একই আসনে বসতে হবে। সবার একাসন করতে হবে। জমিদার হিসেবে এই আমার প্রথম হুকুম।" রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয় প্রজাদের উদ্দেশে বললেন "তোমরা পৃথক আসন সব সরিয়ে দাও। একসাথে বস। আমিও বসব। আমি তোমাদেরই লোক। তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি। শরীর আমার অসুস্থ- আমার যাবার সময় হয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও। তোমাদের সবার মঙ্গল হোক- তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।'' কবির কথা শুনে প্রজাদের চোখ ছলছল। রবীন্দ্রনাথ বিচলিত, বললেন, ''তোমরা আমার বড় আপনজন, তোমরা সুখে থাকো।'' ওদিকে বিদায় নেওয়ার সময় হয়েছে। পদ্মায় বোট প্রস্তুত। কবিকে নিয়ে বোট ছাড়লো পতিসর কাছারি ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী পেরোল। নদীর দুধারে প্রজাদের সারি। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে তাঁর পরিচিত জনপদ, প্রত্যেকটিতে যেন তাঁরই লেখা অসামান্য গল্পটির মতো সামান্য গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি স্থির, ভঙ্গি নিরাসক্ত। উন্নতদর্শন দীর্ঘ চেহারা ঈষৎ ন্যুব্জ। শেষ নমস্কার তিনি জানালেন করজোড়ে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শিশুকে কোন গল্প শোনাবেন?

শ্যামল আতিক

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়।

প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। সুযোগ পেলেই নানি---দাদি অথবা প্রিয়জনদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়। কখনো ভূতের গল্প, ধর্মীয় মহাপুরুষদের কাহিনি, লোকায়ত গল্প, পূর্বপুরুষদের জীবনে ঘটে যাওয়া সত্য ঘটনা, ঠাকুরমার ঝুলি, ঈশপের গল্প, আরব্য রজনীর গল্প ইত্যাদি আরও কত কি? কিন্তু আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি, শিশুর মানসিক বিকাশে গল্পের প্রভাব কতখানি? এই প্রভাব কি ইতিবাচক না নেতিবাচক?

শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। যিনি গল্প বলছেন, তিনি ভুলে গেলেও এই গল্পের রেশ শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়।

প্রতিটিগল্প শিশুরমনে বিচিত্র কল্পচিত্র তৈরি করে, মস্তিষ্ক নিউরাল সংযোগগুলো বৃদ্ধি করে। এ ছাড়া নতুন নতুন শব্দ ও উপমার সঙ্গে শিশু পরিচিত হয়। তার ভাষাজ্ঞান এবং শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে। গল্প শোনার সময় শিশু তার কল্পনাশক্তিকে ব্যবহার করে। গল্পের প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি চরিত্র শিশু তার আপন মাধুরী মিশিয়ে কল্পনা করে। এমন অনেক বিষয়ও কল্পনা করে, যা শিশু চোখেও দেখেনি। এর ফলে শিশুর কল্পনাশক্তি শাণিত হয়, ভাবনার জগৎটা প্রসারিত হয়। পূর্বসূরিদের জীবনযাপন পদ্ধতি নিয়ে গল্প বললে, এটা তাকে অতীত সম্পর্কে কল্পনা করতে সাহায্য করে। শিশু হয়তো ভাবতে পারে, আজ থেকে ৩০ বছর আগে মোবাইল ফোন ছাড়া কীভাবে মানুষ যোগাযোগ করত। এটা তার কাছে অসম্ভবই মনে হবে। বাস্তবতা হচ্ছে, ওই সময়ে মোবাইল ফোন ছাড়াও মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত। তখন বিপদ বা মৃত্যুসংবাদ কীভাবে আপনজনদের জানানো হতো, কেউ বিদেশে গেলে কীভাবে যোগাযোগ করত? এই বিষয়গুলো নিয়ে যখন গল্প বলবেন, তা শিশুর কল্পনা ও চিন্তাশক্তিকে শাণিত করবে।

শিশুকে যদি মহামানব ও সফল মানুষদের গল্প শোনান, তার মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন সফলতার জন্য যে পরিমাণ পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সেটা যখন শিশু জানবে, তখন সে—ও ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের নানা কৌশল রপ্ত করতে শিখবে। সফল মানুষজন কীভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করেছেন, তা যদি শিশুর জানা থাকে, তাহলে শিশুও প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিভিন্ন উপায় রপ্ত করতে শিখবে।

যেহেতু গল্পের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিকই আছে, তাই সচেতনতা জরুরি। অভিভাবক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব শিশুকে ইতিবাচক চরিত্রের গল্প শোনানো। গল্পের মূল চরিত্রকে হতে হবে নীতিমান, দায়িত্বশীল, মানবিক। কারণ, গল্পের প্রধান চরিত্র মনের অজান্তেই শিশুর কাছে আইডল বা মডেল হয়ে যায় এবং মূল চরিত্রের প্রশংসনীয় গুণাবলি একবার অবচেতন মনে গেঁথে গেলে, তা তাকে পরবর্তী জীবনে পরিচালিত করে। এ কারণে গল্পের মূল চরিত্রে কোনো ধরনের নেতিবাচক বিষয়, দোষ, ক্রটি ইত্যাদি রাখা উচিত নয়।

গল্পের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গুণাবলি সঞ্চারিত করা সম্ভব। ধরুন, শিশুকে মীনা ও রাজুর গল্প শোনাচ্ছেন। মীনা ও রাজু প্রতিদিন স্কুল থেকে এসে ঘরের কাজে মা-বাবাকে সহযোগিতা করে, উঠান পরিষ্কার—পরিচ্ছন্ন রাখে, গাছ লাগায়, অন্যকে সহযোগিতা করে ইত্যাদি। বারবার যদি এ ধরনের গল্প শোনাতে পারেন, কিছুদিন পরে আপনার শিশুর মধ্যেও এই গুণগুলো দেখতে পাবেন। ধর্মীয় গল্প ও ঈশপের গল্প শোনালে নৈতিকতা জাগ্রত হবে, সাহসী মানুষের গল্প শোনালে শিশুর মধ্যে সাহস সঞ্চারিত হবে, বিজ্ঞানীদের গল্প শোনালে আবিষ্কারের ইচ্ছা সঞ্চারিত হবে? দানবীর ও মহান মানুষদের গল্প শোনালে মানবিকতা জাগ্রত হবে; রূপকথার গল্প শোনালে কল্পনাশক্তি শাণিত হবে; পূর্বপুরুষদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জানলে শিশুর আত্মধারণা সমৃদ্ধ হবে এবং সফলতার গল্প শোনালে শিশুও বড় কিছু হতে চাইবে। অর্থাৎ গল্প বলার মাধ্যমে আপনি শিশুর মধ্যে অনেক ভালো গুণ সঞ্চারিত করতে পারবেন। সুযোগটিকে যদি কাজে লাগাতে পারেন, তাহলে চমৎকার কিছু ফল পাবেন। গল্পের মাধ্যমে আদবকায়দা, নৈতিক শিক্ষা, করণীয়—বর্জনীয়, দায়িত্ববোধ, এমনকি পড়াশোনাও শেখাতে পারবেন। শিশুরা যেহেতু গল্প এবং খেলাধুলা পছন্দ করে, তাই উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে খেলাধুলা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের অনেক কিছু শেখানো হয়। তবে গল্পের ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি নেতিবাচক দিকও রয়েছে। গল্প থেকে শিশু কতটা উপকৃত হবে, তা মূলত নির্ভর করে গল্পের বিষয়বস্তুর ওপর। বিষয়বস্তু ইতিবাচক হলে, শিশুর মননে তা ইতিবাচকতা সঞ্চারিত করবে। বিষয়বস্তু নেতিবাচক হলে, শিশুর মানসিক গঠনেও তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

অনেক মা জিন- ভূত- ডাকাত-বাঘের গল্প শুনিয়ে শিশুকে ঘুম পাড়ানো বা খাওয়ানোর চেষ্টা করেন। অথবা নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য শিশুদের ভয়ের গল্প শোনান। মা---বাবা নিজেরাও জানেন না তারা কত বড় ক্ষতি করছেন। ভূতের গল্প বললে শিশু ভূতের অবয়ব কল্পনা করে এবং একে বাস্তব বলে মনে করে। ক্রমাগত ভয়ভীতির গল্প শুনতে শুনতে শিশুর মনে অবচেতনে ভয়ের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। শিশু বড় হলেও এই ভয় কাটিয়ে উঠতে পারে না। জিন-ভূত না দেখলেও গভীর রাতে ভূতের ভয় পায়, শরীর অবশ হয়ে যায়। কল্পনাশক্তির বিকাশে রূপকথার গল্পের কার্যকারিতা সবচেয়ে বেশি, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এর ক্ষতিকর দিকও আছে। বিশেষ করে কন্যাশিশুরা রূপকথার গল্প থেকে মনের অজান্তেই পরনির্ভরশীলতার বার্তা পায়। অধিকাংশ রূপকথার গল্পগুলোর কাহিনি মোটামুটি এ রকমরাজকুমারীকে ডাইনি বা দুষ্ট লোক ধরে নিয়ে কোথাও বন্দী করে রেখেছে। রাজকুমারী অনেক কষ্টে দিন অতিবাহিত করছে। একদিন সুদর্শন এক রাজকুমার এসে তাকে এই বন্দিদশা থেকে উদ্ধার করল। এরপর তারা বিয়ে করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

এ ধরনের গল্প শুনতে শুনতে কন্যাশিশুদের অবচেতন মনে কাল্পনিক রাজকুমারের (সুপুরুষের) প্রতি একধরনের নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। কন্যাশিশুর মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মে যে একদিন তার জন্যও কোনো এক সুপুরুষ আসবে, যাবতীয় দুঃখ—কষ্ট থেকে উদ্ধার করবে, এরপর সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। এই কন্যাশিশু বড় হলেও জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কাল্পনিক রাজকুমারের অপেক্ষায় থাকে, যা অধিকাংশ সময়েই বাস্তবতাবিবর্জিত। রূপকথার গল্পের আরেকটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে, খুব বেশি রূপকথার গল্প শুনলে শিশু ফ্যান্টাসিতে আসক্ত হয়ে বাস্তবতাবির্জিত হতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিদর্শন করলেন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতিরও পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ১২ জুলাই, ২০২৪: আজ (১২ জুলাই, ২০২৪ তারিখ) উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম, শ্রীরামপুর ও আলিপুরদুয়ার স্টেশনের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন হেড কোয়ার্টার ও ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা সম্পর্কিত সতর্কতা পরীক্ষা করার জন্য রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং সুরক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন সরঞ্জাম পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে আরও উন্নতিসাধনের জন্য বিভিন্ন স্তরের রেলওয়ে কর্মীদের পরামর্শ দেন। জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন স্টেশনে চলমান বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ খতিয়ে দেখেন। তিনি কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশন, ক্রু লবি, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কাজও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি ফকিরাগ্রাম স্টেশনে হেল ইউনিট, স্টাফ কলোনি এবং উন্নত, অতিরিক্ত ও বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনের স্টেশন পুনর্বিকাশের কাজ পরিদর্শন করেন।

তিনি গোসাইগাঁও হাট এবং শ্রীরামপুর রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক, ব্রিজ ও অন্যান্য স্থাপনাগুলির উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন পরিচালনা করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সেকশনের লেভেল ক্রসিং গেট, কার্ভ, পয়েন্টস অ্যান্ড ক্রসিং এবং ব্রিজ পরিদর্শন করেন। তিনি শামুকতলা ও আলিপুরদুয়ার স্টেশনের মধ্যে ট্র্যাক মেইন্টেনারদের জন্য গ্যাং টুল/রেস্ট রুম উদ্বোধন করেন। পাশাপাশি তিনি আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের ক্রু লবি এবং ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ট্রেন পাসিং অফিস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরিদর্শন। পরবর্তী সময়ে জেনারেল ম্যানেজার ইউনিয়নের প্রতিনিধি ও ডিভিশনাল আধিকারিকদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং অঞ্চলটির আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি আরও মজবুত করার জন্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন।

চলমান কাজগুলি সম্পর্কে জেনারেল ম্যানেজার যে মূল্যায়ন করেছেন তাতে যাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

ভারতের সংবিধানকে কখন পদদলিত করা হয়েছিল, তার একটি অনুস্মারক বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাজ করবে সংবিধান হত্যা দিবস: প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই ২০২৪: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ২৫ জুন দিনটিকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়টি ভারতের সংবিধানকে কখন পদদলিত করা হয়েছিল, তার একটি অনুস্মারক বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাজ করবে। উল্লেখ্য, ভারত সরকার প্রতি বছর ২৫ জুনকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি 'এক্স' (টুইটার) পোস্টকে শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী 'এক্স' বার্তায় লিখেছেন:

"২৫ শে জুন সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করা ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করার সময় কী ঘটেছিল, তার একটি অনুস্মারক বা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাজ করবে। এই দিনটি জরুরি অবস্থার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা জানানোরও একটি দিন, যা ভারতের ইতিহাসের উপর কংগ্রেসের নামিয়ে আনা এক অন্ধকারময় অধ্যায়।"

এদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ এই দিনটি নিয়ে 'এক্স' বার্তায় লিখেছেন, "১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্বৈরাচারী মানসিকতার নির্লজ্জ প্রদর্শন করে দেশের উপর জরুরি অবস্থা চাপিয়ে দিয়ে আমাদের গণতন্ত্রের আত্মাকে শ্বাসরোধ করে দিয়েছিলেন। কোনো দোষ ছাড়াই লক্ষ লক্ষ মানুষকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল এবং প্রচার-মাধ্যমের কণ্ঠস্বর নীরব করে দেওয়া হয়েছিল।

ভারত সরকার এখন প্রতি বছর ২৫ জুনকে 'সংবিধান হত্যা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই দিবসটি ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার ফলে অমানবিক যন্ত্রণা সহ্য করা মানুষদের স্মরণ করবে।"

এএপি জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে, কেজরিওয়ালের জামিন প্রসঙ্গে বাঁশুরি

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জামিন পেতেই বিজেপিকে একহাত নিয়েছে আম আদমি পার্টি (এএপি)। এবার পাল্টা আম আদমি পার্টিকে আক্রমণ করল বিজেপি। শুক্রবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি সাংসদ বাঁশুরি স্বরাজ বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দেওয়া হয়েছে, কারণ আইনের একটি পয়েন্ট বৃহত্তর বেঞ্চের কাছে পাঠানো হয়েছে। কিছু দিন আগে, ইডি আদালতের সামনে একটি বিশদ চার্জশিট পেশ করেছে। সেই চার্জশিট অনুসারে, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল আবগারি নীতি কেলেঙ্কারির মূলচক্রী ছিলেন।'

বাঁশুরি স্বরাজ আরও বলেছেন, 'সুপ্রিম কোর্ট ইঙ্গিত দিয়েছে, যখনই কোনও সাংবিধানিক পদমর্যাদার কেউ এই ধরনের অপরাধে জড়িত হন, তখন তাকে তার পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল সবাইকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। তিনি পদত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। তাঁর হঠকারিতা দিল্লিতে নীতিগত পঙ্গুত্ব ও সাংবিধানিক সংকট তৈরি করছে।'

কোরবায় খেলতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু শিশু কন্যার

কোরবা, ১২ জুলাই (হি. স.) : ছত্তিশগড়ের কোরবায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিন বছরের এক শিশু কন্যার মৃত্যু হয়েছে। ঘরের ভেতরে খেলা করছিল মেয়েটি সেই সময় মিটার থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্যুতের তারের সংস্পর্শে চলে এসে শিশু কন্যা। ঘটনাটি ঘটেছে রাজগামার ফাঁড়ির কেসলা গ্রামে।

তথ্য অনুযায়ী, বিহারের সহরসা জেলার বাসিন্দা মহেশ দাস বর্তমানে কেসলা গ্রামে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকেন। দিনমজুরের কাজ করেন। মহেশ এদিনও যথারীতি কাজে গিয়েছিল। তার স্ত্রী বাড়িতে কাজ করছিলেন। সেই সময় মেয়ে অঞ্জলি ঘরের ভেতরে খেলছিল। সেই সময় কক্ষে লাগানো বিদ্যুতের মিটার থেকে তারে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় অঞ্জলি। মা রুমের ভিতরে পৌঁছে মেয়েটিকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার শুরু করেন। এর পর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। জেলা হাসপাতাল ফাঁড়ির ইনচার্জ দাউদ কুজুর জানান, জেলা মেডিকেল কলেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে।

গুজরাটে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বৃদ্ধার, পলাতক চালক

রাজকোট, ১২ জুলাই (হি. স.): পুণে ও মুম্বইয়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল গুজরাটে। বৃহস্পতিবার রাতে রাজকোট থেকে কিছুটা দূরে এক বৃদ্ধাকে পিষে মারল একটি বিলাসবহুল গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে, ঘটনার পর থেকে চালক পলাতক, তবে ইতিমধ্যেই ওই ঘাতক গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গাড়িটি বেশ গতিতেই চালিয়েছিলেন চালক। যে কারণে ওই মহিলাকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে অভিযুক্ত। তারপর সে গাড়ি ছেড়ে পালায়। স্থানীয় বাসিন্দারা এই দুর্ঘটনা দেখেই পুলিশে ফোন করেন, ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে দেহ ও গাড়ি দুটিই উদ্ধার করে। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তি মত্ত ছিলেন কিনা, সেই বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

মালিওয়াল হেনস্থা মামলা: জামিন খারিজ বিভবের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.): আরও চাপে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ্তসহায়ক বিভব কুমার। স্বাতী মালিওয়াল হেনস্থা মামলায় বিভব কুমারের জামিন খারিজ করলো দিল্লি হাইকোর্ট। এদিন আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, যে মামলায় বিভবকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাতে জামিন সম্ভব নয়। এদিনও আদালত জানিয়ে দেয় এই মামলার শুনানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিভবের জামিন হবে না। তাঁকে হেফাজতেই থাকতে হবে। উল্লেখ্য, মাসদুয়েক আগে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসবভবনে কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করতে যান আম আদমি পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। সেইসময় তাঁকে মারধর এবং গালিগালাজ করার অভিযোগ ওঠে বিভবের বিরুদ্ধে। দিল্লি পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন স্বাতী। অভিযোগের পর বিভবকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

"জল সংরক্ষণ দিবসে" জল সংরক্ষণ শিকেয়, পানাগড়ে নির্বিচারে পুকুর ভরাট করে প্রমোটারি

পানাগড়, ১২ জুলাই (হি. স.) : বিরূপ প্রকৃতি। ভরা বর্ষায় বৃষ্টির দেখা নেই। মাথায় হাত পড়েছে চাষীদের। জলসঙ্কট ঠেকাতে ও জলসংরক্ষণে জোর তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার। সাড়ম্বরে রাজ্যে পালিত হচ্ছে জল সংরক্ষণ দিবস। অথচ, জল সংরক্ষণের দিশা কার্যত লাটে উঠেছে। আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে প্রশাসনের নাকের ডগায় নির্বাচারে চলছে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট। অভিযোগ হলেও পূর্বাবস্থায় ফিরছে না ভরাট হওয়া পুকুর। তার ওপর কেন্দ্রের লিচ পিট তৈরীর কাজও মুখ থুবড়ে পড়েছে। এমনই নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল পানাগড়ে। ভুমি রাজস্ব দফতরের ভূমিকায় ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী।

প্রসঙ্গত, গত বছর দশেক ধরে দুর্গাপুর, কাঁকসা, বুদবুদে জমি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়েছে। মোটা টাকা মুনাফার টানে ভরাট হচ্ছে জলাজমি, পুকুর, দীঘি। বদলে যাচ্ছে জমির চরিত্র। ভরাট করে চলছে প্রমোটারি। আর জলাজমি ভরাটে জলসঙ্কট ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে দুর্গাপুর, পানাগড় শিল্পাঞ্চলজুড়ে। টান পড়ছে ভুগর্ভস্ত জলের উৎস। বিগত বছর দশেক ধরে চৈত্র মাসের গোড়াতে, গরমের শুরুতে কাঁকসা, পানাগড়, বুদবুদ, আউশগ্রামে প্রথমস্তরের নলকূপের জল ওঠা বন্ধ হয়ে পড়ছে। দিন যতই এগিয়ে ততই জল সঙ্কট ক্রমশ বাড়ছে। তাতেই অশনি সঙ্কেত। গ্রীষ্মের দাবদহে কার্যত জলের হাহাকার পড়ে। তেমনই বর্ষায় বৃষ্টির জল নিকাশীতে নাজেহাল আম জনতা। ফলে অচিরে প্লাবনের শিকার জনবসতি। এবছর ভরা বর্ষাতেও বৃষ্টির তেমন দেখা নেই। তার জেরে অনেক জায়গায় ধান চাষই করতে পারেনি চাষীরা।

আর তার কারন খুঁজতে গিয়ে মাথায় হাত পরিবেশকর্মীদের। যদিও তার মুল কারন নির্বিচারে চলা জলাজমি ও পুকুর ভরাটের কাজ। তার ফলেই টান পড়ছে ভুগর্ভস্ত জলের। নির্বিচারে পুকুর ভরাটের অভিযোগ উঠেছে পানাগড়ে। গত কয়েকদিন ধরে পানাগড় বাজারে একটি জলাশয় ভরাটের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় দেড় একরের ওই পুকুরটি একসময় নন্দী পুকুর বলে পরিচিত ছিল। আশপাশের বাসিন্দারা স্নানের জন্য ব্যাবহার করত। তার জন্য ছিল বাঁধানো ঘাট। যদি সেসব ভরাটের কবলে ঢাকা পড়েছে। সংস্কার না হওয়ায় আগাছায় যেমন মজে আছে। তেমনই ইদানীং পুকুরের একাংশ ভরাট করে গড়ে উঠেছে বিশাল আবাসন। পুকুরের চারপাশে বেশ কয়েকটি গাছও ছিল। অভিযোগ সেসব গাছ অবৈধভাবে কাটা হয়েছে। এমনকি চারপাশে বাউন্ডারি দিয়ে সুকৌশলে চলছে বিশাল ওই পুকুরটির ভরাট কাজ। স্থানীয় প্রবীন বাসিন্দা রাজগুরু বিশ্বকর্মা বলেন,' গত ৪-৫ বছরে পুকুরটি সুকৌশলে ভরাট করে গড়ে উঠছে আবাসন। এমনকি পুকুর পাড়ের গাছও কেটে ফেলা হয়েছে। বর্ষায় আশপাশের নিকাশী জল ওই পুকুরে পড়ত। এখন পুকুরটি ভরাট হওয়ার ফলে বর্ষায় আশপাশের এলাকা নিকাশীর জলে প্লাবিত হয়। ফলে চরম দুর্ভোগে আশপাশের বাসিন্দারা। পুকুরটি সংস্কার না হওয়ায় বদ্ধ জলাশয়ে মশা মাছির আতুড় ঘর তৈরী হয়েছে। দ্বীতিয়ত বর্ষায় জল যন্ত্রনায় নাকাল বাসিন্দারা। বহুবার প্রশাসনের দারস্থ হয়েছে। কিন্তু, পুকুর মালিক প্রভাবশালি হওয়ায় প্রশাসনের কোন পদক্ষেপ নেয়নি।'

প্রসঙ্গত, গত ৮ বছরে কাঁকসা পানাগড়ে, ২০ টির মত পুকুর ভরাট ও আংশিক ভরাট করে নির্মান কাজ হয়েছে। গত ২০১৬ সালে পানাগড় দার্জিলিং মোড় সংলগ্ন প্রচীন রামচন্দ্র দীঘি ভরাটের কাজ শুরু হয়। জলের চারপাশে পাকা দেওয়াল তুলে চলে ছাই, মাটি ভরাট। নজরে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশকর্মীরা সরব হয়। কাঁকসার প্রয়াগপুর মৌজায় রাস্তার পাশে এর একাধিক পুকুর চলছে ভরাট কাজ। প্রয়াগপুর মৌজার দাগ নং ৫২৩ র প্রায় ৯৯ শতকের একটি পুকুর ভরাট কাজ শুরু হয়। একইরকমভাবে রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে প্রায় সাড়ে ৩ বিঘার পুকুরটি রাতের অন্ধকারে ছাই, মাটি ভরাট করা হয়েছে। এমনকি রাতারাতি তৈরী হয়েছে অ্যাডবেস্টারের সেড পাকা দেওয়াল তুলে, মার্বেল পাথর বসানো দোকান গ্যারেজ তৈরী হয়েছে। এছাড়াও কাঁকসার মাধব মাঠে প্রায় ১৬ বিঘার আগর দীঘি ভরাট হয়ে অস্তিত্ব সঙ্কটে। ওই দীঘি ভরাট করে প্রমোটারি হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুরে চারের মাইলে রাস্তার পাশে একটি জলাশয়কে মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে। একের পর এক পুকুর ভরাট হওয়ায় যেমন উদ্বেগ বাড়ছে জলসঙ্কটের। তেমনই ভরাট পুকুর অভিযোগ দায়েরর পর সংস্কার না হওয়ায় হতাশয় বাসিন্দারা। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানায় পানাগড় নাগরিক মঞ্চ। আর প্রশ্ন এখানেই। পুকুর ভরাট করতে হলে ভুমি রাজস্ব দফতরে নিয়ম মেনে অনুমতি নিতে হয়। সম পরিমান পুকুর ওই একই মৌজার অন্যত্র খনন করতে হয়। একই সঙ্গে মৎস্য দফতরের অনুমতি নিতে হয়।

প্রসঙ্গত, ১৯৫৫ সালের রাজ্য ভূমি সংস্কার আইন অনুযায়ী পুকুর ভরাট করলে ৪(সি) আইনের ধারা লঙ্ঘিত যেমন হয়। তেমনই ৪(ডি) আইনের ধারা অনুযায়ী ৩বছরের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা। আবার দুটোয় শাস্তি হতে পারে। এছাড়াও ১৯৫৫ সালের ইনল্যান্ড ফিসারি অ্যাক্ট অনুযায়ী মৎস্য দফতরের অনুমতি ছাড়া পুকুর ভরাট করলে আইনানুগ শাস্তির বিধান রয়েছে। পুকুরের জল কিনারায় কোনরকম কংক্রিট দেওয়াল তৈরী করা আইন বিরুদ্ধ। তাতে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট হয়। এতদস্বত্বেও প্রশ্ন উঠেছে, যেখানে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে যেখানে "জল ধরো জল ভরো" প্রকল্প করেছেন সেখানে কিভাবে চলছে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট? গত কয়েকবছর ধরে গোটা কাঁকসা ও পানাগড় জুড়ে আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নির্বাচারে চলছে পুকুর ও জলাশয় ভরাট। তার ওপর চলছে প্রমোটারি। এককথায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্মে নির্বিচারে চলছে প্রকৃতির ওপর অত্যাচার। ক্ষুব্ধ পানাগড় নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে প্রদীপ কুমার দে প্রশ্ন তুলে বলেন,'সংগঠিতভাবে চলছে পুকুর ভরাট। সেখানে আবার প্রমোটারি চলছে। ভরাট পুকুর সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সুরাহা হয়নি। জানতে পেরেছি, মালিকের ছাড়পত্র ছাড়া ভরাট পুকুর সংস্কার করা যায় না। আমাদের প্রশ্ন, যদি তাই হয়, তাহলে পুকুর মালিকের বিরুদ্ধে বেআইনীভাবে পুকুর ভরাট করার মামলা দায়ের হয় না কেন? ভরাটকারীরা প্রভাবশালি হওয়ায় কি তাদের বিরুদ্ধে আইন কার্যকরী হচ্ছে না? ভুমি রাজস্ব বিভাগের ভুমিকায় আমরা অসন্তুষ্ট। তাই আমরা উদ্বিগ্ন এবং হতাশায় রয়েছি।' ভুগর্ভস্ত জলস্তর বাড়ানোর জন্য কেন্দ্র সরকার লিচ পিট তৈরীর উদ্যোগ নিয়েছে। নলকুপের পাশে বিশেষভাবে কূপ তৈরী করা। সেখানে নলকূপের জল ড্রেন মাধ্য ওই কূপে পড়বে। তাতে মাটির নীচে জলস্তর বৃদ্ধি পাবে।

কাঁকসা পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গেছে, গত একবছরে পানাগড় এলাকায় ৬০ টির মধ্যে ৩৮ টি কোনভাবে তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। জমির অভাবে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাকি কাজ। যদিও পুকুর ভরাট অভিযোগ প্রসঙ্গে মুখে কুলুপ এঁটেছে কাঁকসা ভুমি রাজস্ব দফতর। পশ্চিম বর্ধমান জেলা পরিষদের কৃষি ও সেচ কর্মাধ্যক্ষ সমীর বিশ্বাস জানান,' পুকুর জলাশয় ভরাট কোনভাবে রেয়াত করা যাবে না। একশ্রেনীর জমি মাফিয়া সংগঠিতভাবে পুকুর ভরাট করে প্রমোটারি করছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মত, এসব ভরাট পুকুর পুর্বের অবস্থায় ফেরানোর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

মুম্বইয়ে মাতোশ্রীতে মমতা-উদ্ধব বৈঠক

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.) : একান্ত বৈঠক মমতা-উদ্ধবের। শুক্রবার 'মাতোশ্রী'তে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই উদ্ধব ঠাকরে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। দুজনে বৈঠক করেন। আম্বানিপুত্র অনন্তের বিয়ে উপলক্ষে মুম্বইতে হাজির হয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বিয়েবাড়ির মাঝেই রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উদ্ধবের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বই উড়ে যাওয়ার আগে দমদম বিমানবন্দরে মমতা বলেছিলেন, শুক্রবার বিয়েবাড়ি যাওয়ার আগে তিনি উদ্ধব ঠাকরে এবং শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। ভোটের পর থেকে আর তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। এর পর সন্ধেবেলা জিও ওয়ার্লে তারকাখচিত বিয়েবাড়িতে হাজির হবেন, অনন্ত-রাধিকাকে আশীর্বাদ সেরে শনিবার সকালে ফিরে আসবেন কলকাতায়।

টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে হারিয়ে লিগে অপরাজিত থাকল ভবানীপুর ক্লাব

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স.): কলকাতা লিগে ছুটছে ভবানীপুর। আগের ম্যাচে মোহনবাগানের সঙ্গে ড্র করেছিল ভবানীপুর। পরের দুটি ম্যাচ জিতেছিল বড় ব্যবধানে। শুক্রবারও টালিগঞ্জের বিরুদ্ধে তারা জয় পেল। এদিন ব্যারাকপুরের স্টেডিয়ামে টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ভবানীপুর হারাল ৩-১ গোলে।ভবানীপুরের হয়ে গোলগুলি করেন জিতেন ২, আজহারউদ্দিন ১টি। আর টালিগঞ্জ এর হয়ে একমাত্র গোলটি করেন সঞ্জয় শর্মা।

বঙ্গে সিপিএম-কংগ্রেস একসঙ্গে কাজ করে, মুম্বইয়ে নিশানা মমতার

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.) : পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী শুক্রবার বিকেলে মুম্বইয়ে শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ইন্ডি জোট সম্পর্কে এদিন তৃণমূল সুপ্রিমো বলেন, বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেস, সিপিএমের কোনও জোট নেই।

মমতার বক্তব্য, লোকসভা ভোটে বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে ইন্ডি-র শরিক দলগুলির মধ্যে কোনও জোট হয়নি। ওখানে সিপিএম-কংগ্রেস একসঙ্গে কাজ করেছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, ইন্ডি জোটের বড় শরিক কংগ্রেসকে

স্থিতিশীল রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, নিবিড় পর্যবেক্ষণে চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): স্থিতিশীল রয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি এই মুহূর্তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন চিকিৎসকদের। শুক্রবার বিকেলে দিল্লি-র এইমস-এর পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। এইমস জানিয়েছে, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে এবং তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং কিছু শারীরিক অসুস্থতার কারণে বৃহস্পতিবার দিল্লির এইমসে ভর্তি হন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ওল্ড প্রাইভেট ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। পিঠে ব্যথা অনুভব করছিলেন তিনি। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল আছে বলেই জানা গিয়েছে।

পলাতক আসামীর সন্ধান চাই

Ref :- West Agartala Women PS Case No. 2024HAW023 Dt. 25/06/2024 U/S-366(A) of IPC

পাশের ছবিটি একজন পলাতক আসামী, নাম শ্রী তাপস বিশ্বাস (২৪ বছর) পিতা- শ্রী কেবল বিশ্বাস, সাং- তেলিয়ামুড়া, ঘিলাতলী, থানা - কল্যাণপুর, খোয়াই ত্রিপুরা। এই ব্যক্তি উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় অপরাধ করার পর পলায়ন করেছে উপরে উল্লেখিত মোকদ্দমায় পলাতক আসামীর সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২। সিটি কন্ট্রোল ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪
৩। পশ্চিম আগরতলা মহিলা থানা ০৩৮১ ২৩২ ৫৪৫৪

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-485/24

ত্রিপুরা সরকার

অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণী কল্যাণ দপ্তর এয়ারপোর্ট রোড, গোর্খাবস্তি আগরতলা আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা

Pre Matric Scholarship সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অন্যান্য পশ্চাদপদ শ্রেণীভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা যারা বিগত ২০২৩-২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে Pre Matric Scholarship এর জন্য আবেদন করেছেন এবং পরবর্তী কালে State level Verification হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত Bank Account Number সঙ্গে Aadhaar Seeding না হওয়ার কারণে Scholarship দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, তাদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, তারা যেন অতিঅবশ্যই আগামী ২৪/০৭/২০২৪ ইং তারিখের এর মধ্যে Bank Account Number সঙ্গে Aadhaar Seeding করে নেয়। অন্যথায় Scholarship না পাওয়ার প্রশ্নে পরবর্তী পর্যায়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা থাকবে না। ২০২৩-২৪ ইং শিক্ষাবর্ষে যারা Scholarship পায়নি তাদের List OBC Welfare Department এর Website (www.obcw- tripura.gov.tin) এ দেওয়া আছে। (Concerned students are requested to visit their respective Bank(s) to seed their Aadhaar Card with their Bank Account)

দূরভাষ নম্বরঃ- (০৩৮১)২৩২-৯০৩৪, Whatsapp Number - ৮৭৯৮২২৪২২০

ICA/D-487/24

Muhammad Sajad – IAS Š
Director
OBC Welfare Department

NOTICE INVITING TENDER (NIT)
PNIT No.: 13/EE/MCD/ PWD(R&B)/2024-25.

The Executive Engineer, Medical College Division, PWD(R&B),Kunjaban, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of work: Repairs & Maintenance of different units of SS block in FY 2024-25 Under AGMC and GBP Hospital, Agartala (3rd Call).
Estimated Cost: Rs. 24,26,695/=
Bid Fee: Rs.1000.00
2. Name of work: Repairs & Maintenance of different units of NTH-1 in FY 2024-25 under AGMC and GBP Hospital, Agartala(3rd call).
Estimated Cost: Rs. 24,23,560/=
Bid Fee: Rs.1000.00

Last date & time for online Bidding: 23/07/2024 upto 15.00 hours
Note: The bid forms and other details including online activities should be done inthe e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/913/24

Executive Engineer
Medical College Division,PWD(R&B)
Kunjaban,Agartala

ADDENDUM

Whereas a Notice was issued vide no 4212(A-G)/ F.9(33)/KMC/KH/REV/2021 Dt 10.06.2.24 to make a panel of Building Planners under this ULB.

AND

Whereas the notice was not published in any 3(Three) Daily local News Paper in stipulated time due to some technical issues.

AND

Whereas the last date of response to the above notice will be expiring on 6th July, 2024 at 4.00 PM.

Now, the authority of Khowai Municipal Council has decided to extend the date of submission of applications up to 4.00 PM of 20.07.2024. Others requirements/terms and conditions shall remain unchanged as per above notification.

ICA/C/ 917/24

(Ms. Megha Jain, IAS)
Chief Executive Officer
Khowai Municipal Council Khowai,Tripura

কাজের সন্ধান

অনলাইনে আবেদন ও পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাঙ্কে কয়েক হাজার চাকরির সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। ত্রিপুরা সহ সারা দেশে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ক্লার্ক পদে চাকরির সুযোগ এসেছে। ব্যাঙ্কে চাকরি পেতে হলে দুটো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। প্রথমটি প্রিলিমিনারি, পরেরটি মেন পরীক্ষা। শুরু হলো আইবিপিএসের কমন পরীক্ষায় ক্লার্ক পদে নিয়োগের দরখাস্ত গ্রহণের কাজ। দেশের সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর মধ্যে ৬টি ব্যাঙ্কের ৬১২৮টি শূন্যপদের সংখ্যা জানানো হয়েছে। অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলোর শূন্যপদ নিরূপনের কাজ চলছে। সব ক'টি ব্যাঙ্কের শূন্যপদের সংখ্যা হিসেব করলে তা ১০ হাজার ছাপিয়ে যাবে বলে তথ্যবিদ্দের ধারণা। এককথায়, ক্লার্ক পদে কয়েক হাজার শূন্যপদে নিয়োগের জন্য প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ শুরু করছে ইনস্টিটিউট অফ ব্যাঙ্কিং পার্সোনেল সিলেকশন। অনলাইনে দরখাস্ত করতে হবে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, বয়স, নিয়মকানুন, নিয়োগ পদ্ধতি ইত্যাদি এঁদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। বস্তুত এই পরীক্ষায় সফল হলে ১ বছরের জন্য বৈধ স্কোরকার্ড দেওয়া হবে, অপরদিকে সদস্য ব্যাঙ্কগুলি তাঁদের নিজ-নিজ প্রয়োজনমতো বিভিন্ন শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবেন সময়ে-সময়ে। সেই বিজ্ঞপ্তির উত্তরে যোগ্যতা, বয়স, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা ইত্যাদির শর্ত মিললে আবেদন করা যাবে এই স্কোরকার্ডের ভিত্তিতে। ব্যাঙ্ক তখন তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী সাক্ষাৎকার, গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদির জন্য ডাকবেন আবেদনকারীদের স্কোরকার্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে। আরও ভালো স্কোরকার্ড করার জন্য আবার আইবিপিএসের পরীক্ষা দিতে পারেন। স্কোরকার্ড যখন ইস্যু করা হবে তখন থেকে ১ বছর তার মেয়াদ থাকবে। এই পরীক্ষায় বসার জন্য যোগ্যতা দরকার ২১-০৭-২০২৪ তারিখের মধ্যে যে-কোনও শাখার সাধারন গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি অর্থাৎ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই এবং ০১-০৭-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৮-এর মধ্যে বয়স। এস সি/ এস টি প্রার্থীরা ৫ বছরের এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছরের যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়াও শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছরের এবং বিধবা, ডিভোর্সি, বিবাহ বিচ্ছিন্নরা ৯ বছরের ছাড় পেয়ে যাবেন। পরীক্ষা নেওয়া হবে অনলাইনে, কম্পিউটার ভিত্তিক। সেপ্টেম্বরে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু। দিন স্থির করা হয় নি। তবে কার, কবে পরীক্ষা- জানিয়ে দেওয়া হবে কল লেটারে। কল লেটার পেয়ে যাবেন পরীক্ষার সাত দিন আগে অনলাইনে, এঁদের ওয়েবসাইটে। কল লেটারের সংকেত পাবেন এসএমএস-এ। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা বা তার সন্নিকটে কম্পিউটারভিত্তিক বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে ২১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২১ জুলাই। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই, লেফ্ট থাম্ব ইমপ্রেশন, ডিক্লারেশন এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে ফি পেমেন্ট চালান পাবেন প্রিন্ট-আউট নেবার জন্য। এর পর আর কোনও রদবদল করতে পারবেন না। তখনই চালানের প্রিন্ট-আউট নিয়ে পূরণ করে একদিন পরে অর্থাৎ ব্যাঙ্কের সেদিন বাদে ২য় বা ৩য় বা ৪র্থ কাজের দিন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের যে-কোনও শাখায় গিয়ে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। অনলাইনে দরখাস্ত জমার ক্ষেত্রে টাকা জমার দুদিন পর দরখাস্ত গ্রহণের স্বীকৃতি পত্র আপনি পাবেন আপনার মেলবক্স/ এসএমএসে। তবে চালানের মাধ্যমে ফি জমার পন্থায় না গিয়ে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

যে ব্যাঙ্কগুলির চাকরির জন্য এই পরীক্ষা সেগুলি হল ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কানাড়া ব্যাঙ্ক, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব অ্যান্ড সিন্ধ ব্যাঙ্ক, ইউকো ব্যাঙ্ক, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। বলাবাহুল্য, এগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক। এই পরীক্ষা চালু করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন, ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্যদের সম্মতি ও আইবিএ-র কর্তৃপক্ষের সায় রয়েছে।

পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপের। প্রথমে ১ ঘন্টার, ১০০ নম্বরের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। এতে সফল হলে মেইন পরীক্ষা মোট ২০০ নম্বর, ২০০টি প্রশ্ন, সময় ১২০ মিনিট। অবজেক্টিভের সব অংশেই নূন্যতম সাফল্য মান পেলেই স্কোরকার্ড পাবেন। পরীক্ষা হবে ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য আগরতলায় (রাজ্য কোড ৪৩), পশ্চিমবঙ্গের (রাজ্য কোড ৪৬) কলকাতা, দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি ও বহরমপুরে। আসামের (রাজ্য কোড ১৪) গুয়াহাটি, জোরহাট, শিলচর ও ডিব্রুগড়ে। অন্যান্য রাজ্যের পরীক্ষা কেন্দ্র পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ৫৪৪ এপ্রেন্টিস নিয়োগ আগরতলায় অনলাইনে পরীক্ষার সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এপ্রেন্টিস পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। [illegible]

[illegible]

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি),**
শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট বা সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (মেডিক্যাল রিসার্চ),**
শূন্যপদ ঃ ১২১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল যোগ্যতা, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **হ্যান্ডিম্যান, সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, এজেন্ট (এয়ারপোর্ট সার্ভিস),**
শূন্যপদ ঃ ৩২৫৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, এমবিএ পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ ও অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক)**
শূন্যপদ ঃ ৫৪৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিকপরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **প্রজেক্ট অফিসার (শিপ-ইয়ার্ড),**
শূন্যপদ ঃ ৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এক্সিকিউটিভ (কেন্দ্রীয় নিগম),**
শূন্যপদ ঃ ৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পিজি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ১২১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, সিএ পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ওয়ার্কার (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১৬৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
শূন্যপদ ঃ ১৪০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, প্রফেসর, লেকচারার (কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান)**
শূন্যপদ ঃ ১০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিগ্রি, পিজি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **এস.আর.পি, কনসালটেন্ট, এম.আই.এস, লাইভস্টক এক্সপার্ট (ত্রিপুরা)**
শূন্যপদ ঃ ৬৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রিপাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে ই-মেইলে দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ২০ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **কো-অর্ডিনেটর, এম.আই.এস অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (ত্রিপুরা)**
শূন্যপদ ঃ ৯৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রিপাশ, অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **ক্লার্ক, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৬১২৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা আগস্টে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে সমস্ত শহরে।

০--০--০--০--০--০

* পদের নাম ঃ **অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ১৭,৭২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৮ - ৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৪ জুলাই,
সেপ্টেম্বর/ অক্টোবরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

অনলাইনে পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ১৭,৭২৭ অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বিভিন্ন দপ্তরে অফিসার, ইন্সপেক্টর, অডিটর ইত্যাদি পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ১৭,৭২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৮ - ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ঃ ২৪ জুলাই। সেপ্টেম্বর/ অক্টোবরে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, কেন্দ্র - আগরতলা। এককথায়, যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারেন। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রকের দপ্তরগুলিতে কয়েক হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। কেবলমাত্র ভারতীয় তরুন-তরুনীরাই আবেদন করতে পারবেন। পরীক্ষা হবে তিনটি ধাপে। টায়ার-১-ও টায়ার-২তে থাকবে অবজেক্টিভ ম্যাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা অনলাইনে। টায়ার-৩-এর ক্ষেত্রে পদ অনুযায়ী পার্সোনালিটি টেস্ট/ ইন্টারভিউ। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার প্রফিশিয়েন্সি বা স্কিল টেস্টও নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা নেওয়া হবে এপ্রিলে। এতে সফল হলে পরবর্তী সময়ে মেন পরীক্ষায় বসতে হবে।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। শেষ তারিখ ২৪ জুলাই। অনলাইনে করতে হলে নিজের সই ও পাসপোর্ট মাপের জেপিজি ফর্ম্যাটের ১০০ বাই ১২০ পিক্সেলের ফটো (৮-বি গ্রে স্কেলে) স্ক্যান করে রাখবেন। অনলাইনে দরখাস্তের নিয়মকানুন সাইটেই বুঝে নিতে পারবেন। পরীক্ষার নির্ধারিত ফি দিতে হবে ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি দেবেন অনলাইনে ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড বা ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে।

সব ক্ষেত্রেই বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৪ তারিখ অনুযায়ী ইনস্পেক্টর অফ ইনকাম ট্যাক্স/ সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেনটিভ অফিসার/ এগজামিনার/ ইনস্পেক্টর অফ পোস্টস / অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার/ ইনস্পেক্টর (সিবিএন), ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অডিটর/ ইউডিসি/ ট্যাক্স অ্যাসিঃ এবং জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট/ অ্যাাউন্ট্যান্ট/ কম্পাইলার/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) পদের ক্ষেত্রে ১৮ থেকে ২৭ বছর। অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই) পদের ক্ষেত্রে ২০ থেকে ৩০ বছর। এছাড়া স্ট্যাটিস্টিকাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।। পদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে ১৮-৩০ বছর। কোনও কোনও পদের ক্ষেত্রে ১৮-৩২ বছর। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর এবং ওবিসি প্রার্থীরা ৩ বছর ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা ১০ বছর পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। দৈহিক প্রতিবন্ধী ওবিসি হলে ১৩ এবং তফশিলি হলে ১৫ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মানযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন। এছাড়া গ্রুপ-সি পদের জন্য বিধবা/ বিবাহবিচ্ছিন্ন/ ডিভোর্সী মহিলারাও নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ছাড় পাবেন।

শিক্ষাগত যোগ্যতা হতে হবে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, তবে কম্পাইলার পদের ক্ষেত্রে কম্পালসরি বা ইলেক্টিভ বিষয় হিসেবে ইকনোমিক্স/ স্ট্যাটিস্টিক্স/ ম্যাথমেটিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট। স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর পদের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা অন্যতম প্রধান বিষয় হিসেবে ম্যাথমেটিক্স/ ইকনোমিক্স নিয়ে গ্র্যাজুয়েট অথবা কমার্স ডিগ্রি। এক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েশনে অন্তত ১টি বছরে স্ট্যাটিস্টিক্স পড়ে থাকতে হবে। শর্তসাপেক্ষে ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস) পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটারের দক্ষতা থাকা চাই। ট্যাক্স অ্যাসিঃ পদের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ঘন্টায় ৮০০০ কম্পিউটার কি ডিপ্রেশনের গতি থাকা চাই।

কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে শারীরিক মাপজোকের ব্যাপার রয়েছে। যেমন, ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল এক্সাইজ/ প্রিভেন্টিভ অফিসার/ এগজামিনার) পদের পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫৭.৫ সেমি। বুকের ছাতি ৫ সেমি ফুলিয়ে অন্তত ৮১ সেমি। তফশিলি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতার ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৫২ সেমি। ওজন ৪৮ কেজি। তফশিলি উপজাতি ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীরা উচ্চতায় ৫ সেমি ছাড় পাবেনঙ্গ দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চমশা ছাড়া/ চশমা সহ দূরের ক্ষেত্রে একচোখে ৬/৬ ও অন্য চোখে ৬/৯ । কাছের ক্ষেত্রে একচোখে ০.৬ এবং অন্য চোখে ০.৮।

সব ক্ষেত্রেই মূল মাইনে পে লেভেল ৪ থেকে ৮ পর্যন্ত। অ্যাসিস্ট্যান্ট (সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট, সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স, ইনটেলিজেন্স ব্যুরো, রেলওয়ে, এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স) ক্ষেত্রে পে লেভেল ৮ (৪৭,৬০০ - ১,৫১,১০০ টাকা)। ইনস্পেক্টর (ইনকাম ট্যাক্স, প্রিভেন্টিভ অফিসার, সেন্ট্রাল এক্সাইজ, এগজামিনার), অ্যাসিঃ আদার মিনিস্ট্রিজ। ডিপার্টমেন্টস অর্গানাইজেশন, অ্যাসিঃ এনফোর্সমেন্ট অফিসার পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৭ (৪৪,৯০০ - ১,৪২,৪০০ টাকা)। অ্যাসিস্ট্যান্ট আদার মিনিস্ট্রিজ/ ডিপার্টমেন্টস/ অর্গাইজেশনস/ সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিআই পোস্টস), ডিভিশনার অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনভেস্টিগেটর গ্রেড-।।, ইনস্পেক্টর পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৬ (৩৫,৪০০ - ১,১২,৪০০ টাকা)। অডিটরস, জনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট, অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে পে লেভেল ৫ (২৯,২০০ - ৯২,৩০০ টাকা)।। ইউডিসি , ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট, সাব-ইনস্পেক্টর (সিবিএন) এবং কম্পাইলার পদের ৪ (২৫,৫০০ - ৮১,১০০ টাকা)।

ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলা (কোড নং ৫৬০১)। অন্যান্য রাজ্যের প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র কোথায় হবে তা জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিন। পরীক্ষা কম্পিউটার ভিত্তিক হবে। শিশুর মননে গল্পের প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণা [illegible] শিশুর অবচেতন মনে থেকে যায়। প্রায় সব শিশুই গল্প পছন্দ করে। [illegible]

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরিতে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট বা সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* মেডিক্যাল রিসার্চ-এ **অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্যে অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মেডিক্যাল যোগ্যতা, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ জুলাই, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ারপোর্ট সার্ভিসে **হ্যান্ডিম্যান, সার্ভিস এক্সিকিউটিভ, এজেন্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩২৫৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক থেকে ডিগ্রি পাশ, এমবিএ পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৮ ও অনূর্ধ্ব ৫০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইট দেখতে হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৪৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট অর্থাৎ বিএ, বিকম, বিএসসি, বিই, বিটেক, বিবিএ, বিসিএ ... যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ জুলাই, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* শিপ-ইয়ার্ডে **প্রজেক্ট অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৬৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউ বা পরীক্ষার কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় নিগমে **এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি পিজিপাশ, বয়স ঃ ১৮-৪৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউ এবং পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **টেকনেশিয়ান, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১২১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, সিএ পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ জুলাই, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **ওয়ার্কার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ জুলাই, বাছাইকৃতদের ট্রেড টেস্ট ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৯ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৪০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ জুলাই, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে **অ্যাসিস্ট্যান্ট,** [illegible]

[illegible] মধ্যেও বড় কিছু করার স্বপ্ন জাগ্রত হতে পারে। বিখ্যাত মানুষজন

শুক্রবার ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা খণ্ডঘোষে

খণ্ডঘোষ, ১২ জুলাই (হি. স.) : পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে গেলে মারমুখী জনতার মুখে পড়ে যায় পুলিশ। পুলিশকে লক্ষ্য করে শুরু হয় ইট বৃষ্টি। উত্তেজিত জনতাকে বাগে আনতে লাঠিচার্জও করতে হয় পুলিশকে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, রোজকার মতো স্কুলে গিয়েছিল ওই পড়ুয়া। অভিযোগ, ক্লাস চলাকালীন সময়ে আচমকা ওই ছাত্রীর সঙ্গে স্কুলেরই এক শিক্ষক অশালীন আচরণ করতে থাকেন। পরে ওই ছাত্রী পুরো ঘটনার কথা মা-বাবার কাছে খুলে বলে। প্রতিবেশীদেরও জানায়। ঘটনার কথা শোনা মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। একজোট হয়ে স্কুলে বিক্ষোভও দেখাতে শুরু করেন। অভিযুক্তের কড়া শাস্তিরও দাবি ওঠে। উত্তেজনার খবর পেতেই এলাকায় আসে পুলিশ। কিন্তু, পুলিশের উপরেও ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন এলাকার লোকজন। দফায় দফায় চলতে থাকে বিক্ষোভ। পুলিশকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে ইট।

মুহূর্তেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা এলাকা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার সময় আরও তপ্ত হয় পরিস্থিতি। ওই শিক্ষক ছাড়াও আরও ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। সকলেই পাঠানো হচ্ছে আদালতে।

সিকিমের সিংথামে ধসে চাপা পড়েছে যাত্রীবাহী গাড়ি

গ্যাংটক, ১২ জুলাই (হি.স.) : বৃহস্পতিবার রাত থেকে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়েছে উত্তরবঙ্গের পাহাড় এবং সমতল এলাকায়। ভারী বৃষ্টি এবং ধসের জেরে বিপর্যস্ত উত্তর সিকিম। গত কয়েকদিনের ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির জেরে বিভিন্ন জায়গায় ধস নামছে। ধসের শিকার হয়েছে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি। ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক আরোহীর। আহত বেশ কয়েকজন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর সিকিমের সিংথামে একটি যাত্রীবাহী গাড়ি ধসে চাপা পড়ে। গাড়িটি লিঙি থেকে সিংথামের দিকে আসছিল। মাখা সিংবেলের কাছে পাহাড় থেকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তার উপরে ধস নামে। সেই সময় বিশাল একটি পাথর গাড়িটির উপর এসে পড়ে। ফলে গাড়ির একাংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়। গাড়িতে থাকা এক মহিলার মৃত্যু হয়। আহত হয়েছেন আরও অনেকে। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরেই সিকিমের বিভিন্ন জায়গায় ধস নেমেছে। আর এই ধসের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলে দেশের বাকি অংশের সঙ্গে সিকিমে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন। গোটা পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। আলাগড় রোড হয়ে গোস-খান-লাইন দিয়ে বিকল্প যে রাস্তা রয়েছে, মেরামতির কারণে সেটিও বন্ধ। ফলে সমস্যা আরও বেড়েছে। যদিও গ্যাংটক থেকে শিলিগুড়ির যোগাযোগের জন্য তিস্তাবাজার-দার্জিলিং রোড খোলা রয়েছে।

২৫ জুন 'সংবিধান হত্যা দিবস' ঘোষণা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি. স.) : ২৫ জুন ১৯৭৫ সাল। দেশজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। অতীতের সেই কালো অধ্যায় তুলে ধরে বার বার সরব হয়েছে বিজেপি। এবার সেই দিনটি স্মরণ করে নয়া ঘোষণা করল কেন্দ্রীয় সরকার। শুক্রবার কেন্দ্রের তরফে ঘোষণা করা হল, ২৫ জুন দিনটিকে সংবিধান হত্যা দিবস হিসেবে পালন করা হবে। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

এ দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে গেজেট নোটিফিকেশনের ছবি পোস্ট করে লেখেন, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর স্বৈরাচারী মানসিকতার প্রমাণ দিয়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিলেন এবং গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করেছিলেন। লক্ষাধিক মানুষকে বিনা দোষে জেলে ঢোকানো হয়েছিল। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। সেই দিনটিকে মনে রেখে প্রতিবছর ২৫ জুন সংবিধান হত্যা দিবস পালন হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

জুনাগড়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ, আতঙ্কিত পড়ুয়ারা

জুনাগড়, ১২ জুলাই (হি. স.) : জুনাগড়ের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চিতাবাঘ! শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো এনার্জি পরীক্ষাগারে ঢুকে পড়ে একটি চিতাবাঘ।

জানা গেছে, এদিন চিতাবাঘটিকে দেখতে পেয়েই শিক্ষার্থীরা সঙ্গে সঙ্গে ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ করে বন বিভাগকে খবর দেয়। বন বিভাগের আধিকারিকদের তৎপরতায় চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করা হয়। এরপর ওই চিতাবাঘটিকে সাক্করবাগ জুলজিক্যাল পার্কে পাঠানো হয়েছে।

নির্বাচক কমিটি থেকে বরখাস্ত, মুখ খুললেন ওয়াহাব রিয়াজ

করাচি, ১২ জুলাই (হি.স.): বৃহস্পতিবার পিসিবি একটি বিবৃতিতে জানায়, ওয়াহাব রিয়াজ ও আব্দুল রাজ্জাক পাকিস্তানের নির্বাচক কমিটিতে আর থাকছেন না। ওয়াহাব পুরুষ দলের নির্বাচক কমিটিতে ছিলেন।

নির্বাচক কমিটি থেকে বাদ পড়ার পর এ প্রসঙ্গে প্রথমবারের মতো মুখ খুললেন ওয়াহাব রিয়াজ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ওয়াহাব রিয়াজ বলেছেন, ''আমি বলতে পারি অনেক কিছু। তবে এ নিয়ে বলে আমি দোষের অংশ হতে চাই না। আমি আমার ভক্তদের জানাতে চাই যে খেলাটি আমি পছন্দ করি, সেটা বিশ্বাস এবং ভরসার সঙ্গে পাকিস্তান ক্রিকেটের উন্নতির জন্য শতভাগ দিয়েছি। আমি পাকিস্তান ক্রিকেটের সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করি।''

তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লাগবে আধার, শর্ত সাংসদ কঙ্গনার

মান্ডি, ১২ জুলাই (হি. স.): সঙ্গে আধার কার্ড না আনলে নাকি দেখা করা যাবে না হিমাচল প্রদেশের মান্ডির সাংসদের সঙ্গে। এমনই শর্ত দিয়েছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। শুক্রবার একটি ভিডিও—বার্তায় দেখা গেছে কঙ্গনা জানাচ্ছেন যে, তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের কোনও বাসিন্দা যদি দেখা করতে আসতে চান, তবে সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দার প্রমাণপত্র হিসেবে আধার কার্ড আনতে হবে। কী উদ্দেশে তাঁরা দেখা করতে চান, তাও লিখিত আকারে জমা দিতে হবে। তারপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন সাক্ষাতের বিষয়ে।

এই শর্তের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন মান্ডির সাংসদ। তিনি বলেছেন, হিমাচল প্রদেশে বহু পর্যটক আসেন। তিনি মান্ডির বাসিন্দা কি না, তা জানার জন্য আধার কার্ড জরুরি। কী কাজে বা দরকারে তিনি দেখা করতে আসছেন, তা লেখা থাকলে, কোনও সমস্যার মুখে পড়তে হবে না। কঙ্গনা জানান, সাংসদ হওয়ার পর এত পর্যটক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন যে জরুরি প্রয়োজনে আসা সাধারণ মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

দমদমের নাগেরবাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ভস্মীভূত কারখানা ও গোডাউন

দমদম, ১২ জুলাই (হি.স.) : ভয়াবহ আগুন লাগল মহানগরীর উপকণ্ঠে দমদমের নাগেরবাজার এলাকায়। শুক্রবার ভোররাত তিনটে নাগাদ যশোর রোডের উপর একটি আইসক্রিম গোডাউনে আগুন লাগে। তার পাশেই ছিল একটি গেঞ্জি কারখানা, আইটিসির গোডাউন, ওষুধ গোডাউন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। স্থানীয়রাও আগুন নেভাতে সাহায্য করছে দমকলের আধিকারিকদের। দমকল কর্মীদের দীর্ঘ চেষ্টার পর শুক্রবার সকালে আগুন আয়ত্তে এসেছে। লেকটাউন দমকল স্টেশনের আধিকারিক অরুণ ঘোষ বলেছেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হতাহতের কোনও খবর নেই।'

শুক্রবার ভোররাতে পরপর বিস্ফোরণের কিছু শব্দ পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই বাসিন্দারা বেরিয়ে দেখেন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে গোটা এলাকা। খবর দেওয়া হয় দমকলে। এরপর অকুস্থলে যায় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, আইসক্রিম গোডাউনের এসি বাস্ট করাতেই এই অগ্নিকাণ্ড। তবে বড় বড় গ্যাস সিলিন্ডার দ্রুত বের করায় আগুন আশপাশের আবাসনের দিকে যেতে পারেনি। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় শুরুতে দমকলকে কাজ করতে একটু অসুবিধায় পড়তে হয়।

টিনের সেড ভেঙে আগুন নেভাতে গিয়ে দেরি হচ্ছে বলেই জানান দমকল কর্মীরা। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় পুরোপুরি না হলেও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। তবে বেশ কয়েকটি স্থানে আগুন জ্বলতেই থাকে। কারখানা ও গোডাউনগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। সকাল হতেই ঘটনাস্থলে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। তিনি জানান, ফায়ার সেফটির ব্যবস্থা ছিল না বলে অভিযোগ উঠছে। সাড়ে চারটার মধ্যে ফরেন্সিকের প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের জেরে কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। পাশাপাশি গোডাউন-কারখানাগুলি ভস্মীভূত হওয়ায় প্রচুর মানুষের কর্মহীন হওয়ারও আশঙ্কা করা হচ্ছে।

প্রতিবেশীর সঙ্গে ঝামেলা ! মালদায় জমি বিবাদের জেরে খুন প্রৌঢ়

মালদা, ১২ জুলাই (হি.স.) : প্রতিবেশীদের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিবাদ, আর তার জেরেই খুন হতে হল এক প্রৌঢ়কে। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে মালদা মোথাবাড়ি থানা এলাকায়। ধারালো কোনও অস্ত্র দিয়েই তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বদরুদ্দোজা হাসান (৫০)। তাঁকে বাঁচাতে গিয়ে জখম হলেন আরও এক যুবক। তাঁর নাম তৌসিফুল হাসান। বছর তেত্রিশের তৌসিফুল সম্পর্কে মৃতের ভাইপো। ঘটনার পর অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ তাদের খোঁজ শুরু করেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলছে পুলিশ।

বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রীর, কথা হয়েছে নানা বিষয়ে

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): নতুন দিল্লিতে শুক্রবার বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীই এই সাক্ষাতের বিষয়ে নিজের সামাজিক মাধ্যম হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, 'বিমসটেক বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত। যোগাযোগ, জ্বালানি, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান, নিরাপত্তা এবং জনগণের মধ্যে বিনিময়-সহ আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি সফল শিখর সম্মেলনের জন্য থাইল্যান্ডকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছি।'

আলিপুরদুয়ারে হাতির আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত দুটি বাড়ি

আলিপুরদুয়ার, ১২ জুলাই (হি. স.) : বন থেকে বেরিয়ে একটি হাতি একটি আবাসিক এলাকায় তাণ্ডব চালায়। যার কারণে দুটি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট-বীরপাদা ব্লকের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি গ্রামে। জানা গেছে, শুক্রবার সকালে একটি হাতি কাঁঠালের গন্ধ পেয়ে গ্রামে প্রবেশ করে।

কোচবিহারে বচসার জেরে ব্যবসায়ীকে কাটারি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ যুবকের বিরুদ্ধে

কোচবিহার, ১২ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহার শহরের ধর্মতলা এলাকায় বচসার জেরে এক ব্যবসায়ীকে কাটারি দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক নিজেই কোতোয়ালি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে। স্থানীয় লোকজন জখম ব্যক্তিকে উদ্ধার করে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধর্মতলার বাসিন্দা সুশান্ত দে-র নির্মাণ সামগ্রী বিক্রির ব্যবসা রয়েছে। সেখানেই তিনি ব্যবসা করেন। তাঁর দোকানের পাশেই অভিযুক্ত যুবক পান বিক্রি করেন। অভিযোগ, পানের দোকানের আবর্জনা সুশান্তবাবুর দোকানের সামনে ফেলা হত। এই নিয়ে এদিন বচসা হয়। সেই বচসার জেরেই কাটারি দিয়ে তিনি আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে হাজির তারকা মুষ্টিযোদ্ধা জন সিনা

মুম্বই, ১২ জুলাই (হি. স.): শুক্রবার অনন্ত আম্বানি-রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের অনুষ্ঠান। এদিন সকালেই এই বিয়েতে যোগ দিতে মুম্বইয়ে হাজির হলেন ডব্লিউ ডব্লিউ ই তারকা জন সিন। তিনি মুম্বইয়ে আসতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন পাপারাৎজিরা। একটি ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে তাঁকে সাপোর্ট স্টাফদের সাথে করমর্দন করতে দেখা যায়।

উল্লেখ্য, এই বিয়ের অনুষ্ঠানে বলিউডের নামজাদা তারকাদের পাশাপাশি উপস্থিত থাকার কথা তাবড় রাজনীতিবিদ, শিল্পপতিদের। এমনকি মার্কিন রিয়েলিটি শো তারকারাও উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন, টনি ব্লেয়ার, শিল্পী পিটার ডায়াম্যান্ডিস, শিল্পী জেফ কুনস, জে শেঠি, প্রাক্তন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি, কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার। জানা গেছে, কিম কার্দাশিয়ান এবং ক্লো কার্দাশিয়ানও মুম্বইয়ে পৌঁছেছেন।

চাকদহে ধর-মুণ্ড আলাদা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার, ছড়ালো চাঞ্চল্য

চাকদহ, ১২ জুলাই (হি.স.): ধর থেকে মুণ্ড আলাদা অবস্থায় উদ্ধার হল এক ব্যক্তির মৃতদেহ। দেহটি চাকদহের তাতলার চন্দ্রপুরে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধার থেকে উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম রমেশ সাঞ্জেলালা। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা রমেশ। পেশায় তিনি কন্টেনার গাড়ির চালক। শুক্রবার ভোর পাঁচটা নাগাদ মৃতদেহটি দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় থানায়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে চাকদহ স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে রমেশের। তবে সত্যিই দুর্ঘটনা নাকি খুন সঠিক তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে চাকদহ থানার পুলিশ।

ফের বাড়ল হাজতের মেয়াদ, ২৫ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত সিবিআই-এর মামলায় ফের বাড়ল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাজতের মেয়াদ। শুক্রবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠালো দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত।

আবগারি দুর্নীতির সঙ্গে সম্পর্কিত ইডি-র মামলায় শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েছেন কেজরিওয়াল। জামিন পেলেও, এখনই তিহাড় জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন না তিনি। সিবিআই-এর মামলায় তিনি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছেন। আর শুক্রবার অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতে (জেল হেফাজত) পাঠালো দিল্লির রাউস এভিনিউ আদালত।

তিরুমালা পাহাড়ে মন্দির দর্শনে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর জখম মহিলা

তিরুপতি, ১২ জুলাই (হি. স.): তিরুমালা পাহাড়ে মন্দির দর্শনে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙে গুরুতর আহত মহিলা। মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শুক্রবার জানা গেছে, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা পাহাড়ের জাপালি ক্ষেত্রের অঞ্জনেস্বামীর দর্শনে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা। যাওয়ার পথে আচমকাই গাছের একটি বিশাল ডাল ভেঙে পড়ে তাঁর মাথার উপর। মাথায় এবং মেরুদণ্ডে গুরুতর জখম অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন তিনি। জানা গেছে, তাঁর অবস্থা সঙ্কটজনক।

মাথাভাঙায় ফের চুরি সোনার দোকানে, পুলিশের বিরুদ্ধে বাড়ছে ক্ষোভ

কোচবিহার, ১২ জুলাই (হি.স.): ফের সোনার দোকানে চুরি কোচবিহারের মাথাভাঙায়। বৃহস্পতিবার রাতে এখানকার পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার পঞ্চানন মোড়ের একটি সোনার দোকানো চুরির ঘটনা ঘটে। একের পর এক দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। দোকানের মালিক উজ্জ্বল দাস এদিন দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে পঞ্চানন মোড়ে আরও একটি দোকানে চুরি হয়েছিল। একই সঙ্গে শহর সংলগ্ন ভবেরহাট এলাকায়ও একটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পরপর চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন ব্যাবসায়ীরা। রাতে শহর সংলগ্ন এলাকায় আরও বেশি পুলিশি টহলদারির দাবি তুলেছেন তাঁরা।

উপর্যুপরি চুরির ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে বাড়ছে ক্ষোভ।

১৩ জুলাই পাটন-ভাবনগরের মধ্যে চলবে অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন

আহমেদাবাদ, ১২ জুলাই (হি.স.) : যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে পশ্চিম রেলওয়ে ১৩ জুলাই পাটান এবং ভাবনগরের মধ্যে একটি অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মুখপাত্রের মতে, ট্রেন নম্বর ০৯৪৮৯ / ০৯৪৯০ পাটান-ভাবনগর - পাটান অসংরক্ষিত স্পেশাল, ট্রেন নম্বর ০৯৪৮৯ পাটান-ভাবনগর স্পেশাল ১৩ জুলাই সকাল ০৩.০০ টে নাগাদ পাটন থেকে ছাড়বে এবং ১০.২০ নাগাদ ভাবনগর পৌঁছবে।

একইভাবে, ট্রেন নং ০৯৪৯০ ভাবনগর-পাটান স্পেশাল ১৩ জুলাই ২০.০০ টায় পাটান থেকে ছাড়বে এবং পরের দিন ০৩.০০ নাগাদ পাটান পৌঁছবে। রুটের উভয় দিকে, এই ট্রেনটি মহেসানা, ভিরামগাম, সুরেন্দ্রনগর গেট, লিম্বডি, রণপুর, বোটাদ, ধোলা, সিহোর এবং ভাবনগর পাড়া স্টেশনে থামবে।

এই ট্রেনের সমস্ত বগি অসংরক্ষিত থাকবে।

দিল্লিতে ১৬ বছরের তরুণকে গুলি করে খুন, তদন্ত শুরু পুলিশের

নয়াদিল্লি, ১২ জুলাই (হি.স.): দিল্লিতে অপরাধমূলক ঘটনা বেড়েই চলেছে। এবার রাজধানীতে খুন হল ১৬ বছরের এক তরুণ। বৃহস্পতিবার রাতে গুলি করে খুন করা হয়েছে ওই তরুণকে। রাত ৯টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। উত্তর-পূর্ব দিল্লির ডিসিপি জয় তিরকে বলেছেন, 'ওই তরুণের বয়স ছিল ১৬ বছর। অভিযোগকারী, তাঁর ভাইও নাবালক। তাঁরা সবাই কবির নগরে থাকেন এবং জাফরাবাদে কাপড় কিনতে আসেন। তাঁরা যখন ফিরে যাচ্ছিল, তখন কয়েকজন পরিচিত লোক একটি স্কুটিতে আসে এবং তাঁদের সঙ্গে আসতে বলে। তাঁরা যেতে অস্বীকার করলে অভিযুক্তরা তাঁদের মধ্যে একজনকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়।

ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয় ডিসিপি আরও জানিয়েছেন, '১৬ বছর বয়সী ওই তরুণ তাঁর বড় ভাইয়ের সঙ্গে কিছু কাপড় কিনতে এসেছিল, সেও একজন নাবালক। তদন্তে জানা গিয়েছে, দু'টি স্কুটিতে ৩-৪ জন ছেলে এসেছিল। তাঁরা একে অপরকে চিনত। দোকান থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে তারা দুই ভাইকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলেও, তারা যেতে চায়নি এবং এ নিয়ে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। ছেলেদের মধ্যে একজন গুলি চালায় এবং গুলিটি তার পিঠে লাগে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তরুণের মৃত্যু হয়।'

শুক্রবার রাজধানীতে এসইউসিআই এর উদ্যোগে এক বিক্ষোভ র‍্যালির আয়োজন করা হয়। নিজস্ব ছবি।

গ্রেপ্তার ৪

● প্রথম পাতার পর

এই ঘটনাটি দেখতে পেয়ে মানসিক ভারসাম্যহীন যুবকটিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে পরমেশ্বর রিয়াং(২১) নামে এক যুবক। তারপরও অন্যান্য যুবকরা পরমেশ্বর রিয়াংকেও বেধড়ক মারধর করে। এতেই গুরুতর আহত হয় পরমেশ্বর। পরে তার পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতাল পরে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি।

চিকিৎসা চলাকালীন শুক্রবার দুপুর সাড়ে বারোটায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে উপজাতি যুবক। এই ঘটনার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে আসে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং ঘটনা সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্ত যুবক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আশ্বাস দেন। নিহত যুবকের বাবা জানান এখনো অব্দি পুলিশ এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত চার যুবককে গ্রেপ্তার করেছে, বাকিরা পলাতক। প্রায় ২৫-৩০ জন যুবক এই ঘটনায় জড়িত ছিল বলে অভিযোগ। ছেলের মৃতদেহটি দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে নিহত যুবকের বাবা সহ আত্মীয় পরিজনরা।

মধ্য নেপাল হাইওয়েতে ভূমিধসে তলিয়ে গেল দু’’টি বাস, বহু যাত্রী নিখোঁজ

কাঠমান্ডু, ১২ জুলাই (হি.স.): মধ্য নেপাল হাইওয়েতে ভয়াবহ ভূমিধসে তলিয়ে গেল দু’’টি বাস। এই ঘটনায় বহু যাত্রী নিখোঁজ রয়েছেন। শুক্রবার সকালে মধ্য নেপালের মদন-আশ্রিত হাইওয়েতে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে, দু’’টি বাসে কমপক্ষে ৬৩ জন যাত্রী ছিলেন। ওই বাস দু’’টি ত্রিশূলি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে।

চিতওয়ানের প্রধান জেলা আধিকারিক ইন্দ্রদেব যাদব বলেছেন, প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী উভয় বাসে চালক-সহ মোট ৬৩ জন যাত্রী ছিলেন। ভোররাত সাড়ে তিনটে নাগাদ ভূমিধসে বাস দু’’টি তলিয়ে যায়। আমরা ঘটনাস্থলে রয়েছি এবং তল্লাশি অভিযান চলছে। অবিরাম বৃষ্টির জন্য উদ্ধারকাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহাল এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়েছেন, ‘নারায়ণগড়-মুগলিন সড়ক সেকশনে ভূমিধসে বাস তলিয়ে যাওয়ার এবং দেশের বিভিন্ন অংশে বন্যা ও ভূমিধসের কারণে প্রায় পাঁচ ডজন যাত্রী নিখোঁজ হওয়ার খবরে আমি গভীরভাবে দুঃখিত।’

যশোর রোডে গেঞ্জির কারখানায় আগুন, বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

কলকাতা, ১২ জুলাই (হি.স.): দমদমের নাগেরবাজার সংলগ্ন এলাকায় যশোর রোডের উপর অবস্থিত একটি গেঞ্জির কারখানায় ভয়াবহ আগুন লাগল। শুক্রবার ভোররাতে ২৯ নম্বর যশোর রোডে অবস্থিত গেঞ্জির কারখানা ও গোডাউনে আগুন লেগে যায়। নাগেরবাজারে সরোজিনী নাইডু কলেজের ঠিক পাশেই অবস্থিত এই কারখানাটি। কারখানাটির পাশে একটি বেসরকারি আইসক্রিম সংস্থার গুদাম রয়েছে। সেখানেই প্রথমে এসিতে বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। এর পরই আগুন লাগে।

দমকলকে খবর দেওয়া হলে ভোররাত ৩.৪০ মিনিট নাগাদ তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। তার পর আগুন নেভানোর কাজ শুরু হয়। এই মুহূর্তে ২০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। দমকলকর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগিয়েছেন স্থানীয়েরা। যে কারখানাটিতে আগুন লেগেছে, তার পাশে একটি বিয়েবাড়ি, ওষুধ, আসবাবপত্রের গুদাম এবং আরও একটি গেঞ্জির কারখানাও রয়েছে। বেশির ভাগ গুদামেই দাহ্য পদার্থ উপস্থিত থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এই অগ্নিকাণ্ডে বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার সহ পাঁচ দফা দাবিতে রাজপথে তপশিলি সমন্বয় সমিতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা সহ ৫ দফা দাবিতে সরব হয়েছে আগরতলা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি রাজ্য কমিটি। এদিন কমিটির পক্ষ থেকে রাজপথে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়েছে।

এদিন সমিতির জনৈক নেতার অভিযোগ, বিজেপি সারা রাজ্যে সন্ত্রাসের রাজত্ব বাতাবরণ কায়েম করে রেখেছে। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হয় তার চেষ্টা করছে।

এদিন তিনি বলেন, সরকারের নিকট ৫ দফা দাবি জানানো হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও ভয়-মুক্ত পরিবেশে হয় তার জন্য গনতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা, সরকারও ও বেসরকারি দপ্তরে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করা, রেগার মজুরি এবং টুয়েপের কাজের দিন ও মজুরি বৃদ্ধি, মৎসজীবি, লন্ডিজীবি এবং চর্মশিল্পীদের পেশা ভিত্তিক প্রকল্প চালু করা। পাশাপাশি, সাফাই কর্মীদের নিয়মিতকরন করারও দাবি জানিয়েছে।

প্রার্থীরা

● আটের পাতার পর

কৌশিক চন্দ। সিপিআইএম অঞ্চল কমিটির সম্পাদক কৌশিক চন্দ জানিয়েছেন, গত দুই দিনে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে বামফ্রন্টের সমর্থিত মোট ৯১ জন মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন।এদিন তিনি বলেন, কাঠালিয়া ব্লক এলাকায় বর্তমানে পঞ্চায়েত বেড়ে ২১ টি। গত নির্বাচনে ছিল ১৯টি পঞ্চায়েত। এবার তিনটি পঞ্চায়েত নতুন করে বৃদ্ধি হয়েছে।পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ১৩টি। কিন্তু পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা বৃদ্ধি হয়নি। কিন্তু অন্য কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করার কোন খবর নেই।

অপরদিকে, মনোনয়নপত্র দাখিলকে কেন্দ্র করে যাতে করে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য যাত্রাপুর থানার প্রশাসনের যথেষ্ট নজরদারি ছিল বলে জানান তিনি। তিনি আরো জানিয়েছেন, এই দুই দিনে মনোনয়নপত্রকে কেন্দ্র করে কোনরকম বাধা- বিঘ্ন ছিল না।শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ দ্বিতীয় দিন শেষ হয়েছে। আগামী দিনেও চলবে।

পাল্টা আক্রমণে উত্তপ্ত

● প্রথম পাতার পর

সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের (বিডিও) কার্যালয়ে গ্রামপঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির জন্য আগামী ১৮ জুলাই (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে ১৯ জুলাই (শুক্রবার)। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২২ জুলাই (সোমবার)।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, এই জেলায় মোট ৪৫ ১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের জন্য পানীয়জল, বিদ্যুৎ, বসারস্থান ও শেড থাকবে। ভোটারগণ যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের (বিডিও) মোবাইল নাম্বার জনসমক্ষে জানানো হবে। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের অফিসে একটি কন্টোল রুম খোলা হবে। আগামী ১২ আগস্ট (সোমবার) সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা করা হবে। জেলাশাসক আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল, ভোটার ও জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানান, নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক নিলোৎপল দেববর্মা, ডেপুটি কালেক্টর নবকুমার জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অন্যদিকে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে বিশালগড়। ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকে গোটা রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ছোট বড় ঘটনা উঠে আসছে। বিশালগড়ের ঘনিয়ামারা এলাকায় বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল কংগ্রেস কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় আহত হয়েছেন তিনজন বিজেপি কর্মী। আহতরা হলেন আশিক মিয়া, চিরঞ্জিত দেবনাথ এবং দীপ্তনু সরকার। তাদের গাড়িতেও ভাঙচুর করা হয়েছে। আহতদের উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে তাদের কে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় বিজেপি কর্মীরা গাড়ি করে কামখানা থেকে আসছিলেন। তখনই ঘনিয়া মারা চৌমুহনী এলাকায় আসার পর দুষ্কৃতীরা তাদের উপর হামলা চালায়। তাদের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ঘটনায় কংগ্রেসের কর্মীরাই জড়িত বলে দাবি বিজেপি কর্মীদের। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বিশালগড় এলাকা।

অপরদিকে, অশান্ত হয়ে উঠে বিশালগড়। কংগ্রেস এবং বিজেপির সংঘর্ষে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে বিশালগড়ের পশ্চিমাঞ্চল।উভয় দলের তরফেই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ উঠে। বিজেপির অভিযোগ কংগ্রেস কর্মীরা ভাঙচুর করে দুটি গাড়ি এবং কংগ্রেস কর্মীর আক্রমণে বিজেপির তিনজন কর্মী গুরুতর আহত হয়। অপরদিকে কংগ্রেস অভিযোগ করে উদ্বোধনের ১ ঘন্টা আগেই কংগ্রেসের পার্টি অফিস তছনছ করে দেয় বিজেপি কর্মীরা এবং কংগ্রেস কর্মী বাড়িঘর ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার বিকাল সাড়ে তিনটায়। বিশালগড় বিধানসভার অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের কংগ্রেস দলের এক যোগদান সভার আয়োজন করা হয়। এরপর অরবিন্দ নগরে নবনির্মিত কংগ্রেস পার্টি অফিসের উদ্বোধন করার কথা ছিল। রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক জয়দেব বর্মনের উপস্থিতিতে যোগদান সভা ও দলীয় কার্যালয় উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে। উদ্বোধনের ঠিক এক ঘন্টা আগেই বিজেপির কর্মীরা নবনির্মিত কংগ্রেস পার্টি অফিসে ঢুকে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়, এরপর কংগ্রেসকর্মীরা পাল্টা ধাওয়া করে বিজেপি কর্মীদের মারধর করে এবং তাদের একটি গাড়ি ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় মধুপুর থানার ওসির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী। ছুটে যান বিশালগড়ের স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত দেব এবং বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দুলাল দত্ত। বিজেপি কর্মীদের আক্রমণের কথা শুনে কয়েকশ া বিজেপি কর্মী সমর্থক ঘনিয়ামাড়ায় জরো হয় কংগ্রেস কর্মীদের অভিযোগ কয়েকশ বিজেপি কর্মী সমর্থক আচমকা কংগ্রেস নেতার বাড়িতে আক্রমণ চালায়। এই অস্থির পরিস্থিতিতে ঘটনাস্থলে কেন্দ্রীয় সামরিক বাহিনীর দোয়া জোয়ানদের নামানো হয়। কংগ্রেস নেতা জয়দেব রায় বর্মন পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে অরবিন্দ নগর গিয়ে পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। তিনি অভিযোগ করেন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ যে ভূমিকা নিয়েছেন তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তিনি আরো বলেন এতকিছু করেও কংগ্রেসের দলত্যাগ কর্মসূচি কে আটকাতে পারেনি বিজেপি। এদিন সন্ধ্যায় অরবিন্দনগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সহ ১৯ পরিবারের ৫৮ জন ভোটার কংগ্রেস দলের যোগদান করেন।অন্যদিকে বিজেপি বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তপন দাস অভিযোগ করেন

পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বিশালগড়ের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে কংগ্রেস। গত বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বেও বিশালগড়কে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করেছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের বোমাবাজি এবং অস্ত্রের আস্ফালন সবাই দেখেছে। এবার পঞ্চায়েত ভোটের মুখেও নতুন করে গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টা করছে কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীরা। শুক্রবার বিশালগড়ের অরবিন্দ নগর এলাকায় কংগ্রেস আশ্রিত সমাজবিরোধীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে বিজেপির বেশ কয়েকজন কার্যকর্তা। বিজেপির ভারপ্রাপ্ত মন্ডল সভাপতি তপন দাস আরো জানান অরবিন্দনগরে সাংগঠনিক কাজ সেরে ফেরার পথে বিজেপির কার্যকর্তা দীপ্তনীল সরকার, চিরঞ্জিত দেবনাথ, আশিক মিয়া সহ কয়েকজনের উপর প্রাণঘাতী হামলা চালায় দুষ্কৃতকারীরা। ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিজেপি কার্যকর্তাদের তিনটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে।

ছেলেদের বাড়িতে ঠাঁই হয়নি, ডিএসপি’’র পরিত্যক্ত আবাসনে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা

দুর্গাপুর, ১২ জুলাই (হি. স.) : স্যাঁত স্যাঁতে দেওয়াল। ভাঙা চৌকির ওপর প্লাস্টিক বিছানো। মাথায় শক্ত বালিশ। হাত দুটো বাঁধা। গোটা শরীর অর্ধনগ্ন। পরনের কাপড়টুকুও নেয়। চোখে অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ছে। থর থর কাঁপছে গোটা শরীর। পরিত্যাক্ত আবাসনে এভাবেই পড়ে দিন কাটছে অশীতিপর বৃদ্ধের। তিন ছেলে, তবুও বৃদ্ধ বাবা এভাবেই অনাদরে অবহেলায় পড়ে। গোঙানি শব্দ শুনে ভেতরে ঢুকেই চোখ চড়কগাছ স্বাস্থ্য কর্মীদের। এমনই অমানবিক ঘটনার সাক্ষি রইল শিল্পশহর দুর্গাপুর। খবর চাউড় হতেই নিন্দার ঝড় শহরজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা ও প্রাক্তন কাউন্সিলারের তৎপরতায় পুলিশ উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।

মাগারাম ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত সেইলের অ্যালয় স্টীল কারখানার কর্মী। বয়স প্রায় ৯০ দোর গড়ায়। তিন ছেলের একজন অ্যালয় স্টীল ইস্পাত কারখানার কর্মী আর দুই ছেলে বেসরকারি সংস্থার কর্মী। দুর্গাপুরেই অন্যত্র বাস করেন তিন ছেলেই। কিন্তু তাদের কারও বাড়িতে ঠাঁই হয়নি অসুস্থ বৃদ্ধ বাবার। এমনকি বাবাকে সংস্থার দেওয়া আবাসনেও ঠাঁই হয়নি। সেটা ভাড়া দিয়ে বাবার জায়গা হয়েছে পরিত্যাক্ত আবাসনে। গত কয়েকদিন ধরে শহর দুর্গাপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে নজরদারি শুরু হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মীদের। দুর্গাপুর নগর নিগমের ৪নং ওয়ার্ডের জয়দেব এভিনিউতে এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা বাড়ী বাড়ী সার্ভে করছিল। দুর্গাপুরের জয়দেব এভিনিউর একটি পরিত্যাক্ত আবাসনে গোঙানির শব্দ শুনতে পায়। দোতালার ওপর থেকে শব্দ শুনেই স্বাস্থ্যকর্মী ঘরের ভেতর ঢোকে। মাগারাম বাবুর ওই অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে চক্ষু কপালে ওঠে তাদের।

স্বাস্থ্যকর্মীরা বলেন,’ ঘরের ভেতর থেকে দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল। ভেতরে চৌকির ওপর অর্ধ নগ্ন হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে বৃদ্ধ। দেখে মনে হচ্ছিল খুব অসুস্থ। তাই আশপাশের বাসিন্দাদের ডাকলাম। খবর পেয়ে এলাকার প্রাক্তন পুরমাতা মনি দাশগুপ্ত ছুটে আসে। ঘরের ভেতর স্যাত স্যাতে দেওয়াল। চৌকির ওপর প্লাস্টিকে শুয়ে কাঁপছে অশীতিপর বৃদ্ধ মাগারাম বাবু। চোখ দিয়ে শারিরিক যন্ত্রনার জল গড়িয়ে পড়ছে। পরনে হাগিস। স্বাস্থ্যকর্মীরা হাতের বাঁধন খুলে বৃদ্ধের মুখে জল দিয়ে পাশ ঘুরিয়ে দেয়। পিঠে শুয়ে থাকর জেরে শুল হয়ে গেছে। প্রশ্ন কেন এভাবে বৃদ্ধ বাবাকে ফেলে রাখল ছেলেরা।

জানা গেছে তিন ছেলের একজন অ্যালয়স্টীলের কর্মী। বাকি দুজন বেসরকারী সংস্থার কর্মী। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। ডাকা হয় অ্যাম্বুলেন্স। তার ছেলেদেরও ডাকা হয়। যদিও মাগারামবাবুর বড় ছেলের সাফাই, হাসপাতাল ভর্তি ছিল। সেখান থেকে আনা হয়েছে। বিছানা থেকে যাতে না পড়ে তাই দড়ি বেঁধে রাখা হয়েছে। কোন রকম অবহেলা করা হয় না।’ প্রাক্তন পুরমতা মনি দাশগুপ্ত বলেন,’’চরম অমানবিক ঘটনা। এই নির্মম ঘটনা আগে কখনই দেখিনি। মাগারাম বাবু এলাকার খুব ভালো মানুষ। কিন্তু তার ছেলেরা যে এরকম করতে পারে, সেটা কল্পনাও করতে পারিনি। আগে টের পেলে আমরা দায়িত্ব নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতাম। পুলিশকে জানিয়েছি। আগে চিকিৎসা হোক। তারপর ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করব।’

বালুরঘাটে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ, চাঞ্চল্য এলাকায়

বালুরঘাট, ১২ জুলাই (হি. স.) : বালুরঘাটে ১১ নম্বর ওয়ার্ডের একে গোপালন কলোনী এলাকায় পণের টাকা আনতে অস্বীকার করায় বধূকে খুনের অভিযোগ বালুরঘাট শহরে। শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার মহিলার ঝুলন্ত দেহ। ঘটনায় শুক্রবার বিকালে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শহরের। মৃতার পরিবারের লোকেরা এসেও বিক্ষোভ দেখান। সেই বিক্ষোভে সামিল হয় এলাকার লোকজনও।

সকলের একটাই অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকেই ওই মহিলার উপর অত্যাচার চালাতো শ্বশুরবাড়ির লোকজন। তাঁরাই ওই মহিলাকে খুন করে ঝুয়ে দিয়েছে। খবর যায় পুলিশে। ঘটনার খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজার নেতৃত্বে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আসে কমব্যাট ফোর্স। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পরিবারের তরফে ইতিমধ্যেই খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই স্বামী, শ্বশুর ও ননদকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযোগ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে দেহ উদ্ধারের পর এলাকায় উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এলাকায় যান স্থানীয় কাউন্সিলর বিপুল কান্তি ঘোষও।মৃতার নাম প্রিয়াঙ্কা কুমারী দাস (২৩)। স্বামীর সুরেশ রঞ্জন দাস। শুক্রবার নিজের ঘর থেকে ওই গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, বছর দেড়েক আগে সুরেশ-প্রিয়াঙ্কার বিয়ে হয়েছিল। তাঁদের ৯ মাসের এক সন্তানও রয়েছে। কিন্তু বিয়ের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে অশান্তি লেগেই থাকতো। তা মেটানোরও চেষ্টা হয়। কিন্তু, এলাকার লোকজন বলছেন, তাতে কাজের কাজ কিছু হয়নি। কিছুদিন বন্ধ থাকলে ফের শুরু হয় ঝামেলা। বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা বলছেন, “খুন না আত্মহত্যা তা জানতে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। আপাতত ৩ জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।’’

অসদাচরণ, অবধ আসাম এক্সপ্রেসের প্যান্টি কার কর্মীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ তিনসুকিয়ার ডিআরএম-এর

গুয়াহাটি, ১২ জুলাই (হি.স.) : অসদাচরণের দায়ে অবধ আসাম এক্সপ্রেসের প্যান্টি কারের এক কর্মীর বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত (এনএফ) রেলওয়ের তিনসুকিয়া ডিভিশন কর্তৃপক্ষ।জানা গেছে, গতকাল ১১ জুলাই অবধ আসাম এক্সপ্রেসের প্যান্টি কার থেকে দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে আবর্জনা ফেলার এক ঘটনার ভিডিও জনৈক যাত্রী সোশাল মিডিয়া গণ্ঠস্মুদ্রন্দ্রথনত্রত্নস্থ্রাখ-য় পোস্ট করেছিলেন। অভিযোগ সংবলিত ভিডিও দেখে তিনসুকিয়া ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) দ্রুত সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেন। তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিআরএম অবধ আসাম এক্সপ্রেসের রক্ষণাবেক্ষণ এবং অপারেশনাল সিস্টেমকে ক্ষুণ্ণ করার দায়ে অবিলম্বে ভারতীয় রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)-এর সাথে জড়িত লাইসেন্সধারীর বিরুদ্ধে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা ধার্য করেছেন। উপরন্তু, সমস্ত ট্রেনে পরিচ্ছন্নতা প্রোটোকলের কঠোর আনুগত্য নিশ্চিত করতে কড়া সতর্কতা জারি করেছেন ডিআরএম। এছাড়া পূর্ব-মধ্য রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)-র সহযোগিতায় অসদাচরণের জন্য দায়ী চুক্তিভিত্তিক কর্মীকে চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করা হয়েছে। কেবল তা-ই নয়, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে রেলওয়ে আইনের অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।বিভাগীয় এক প্রেসবার্তায় এ খবর জানিয়ে বলা হয়েছে, ভারতীয় রেলওয়ে সমস্ত ট্রেন জুড়ে পরিচ্ছন্নতার সর্বোচ্চ মান এবং অপারেশনাল শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যাত্রী এবং স্টেকহোল্ডারদের অবিলম্বে প্রতিকারের জন্য এ ধরনের য কোনও ঘটনার খবর দিতে উৎসাহিত করেছেন তিনসুকিয়া ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার।

ডিএম

● প্রথম পাতার পর

জুলাই (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হবে। মনোনয়নপত্রগুলি পরীক্ষা করা হবে ১৯ জুলাই (শুক্রবার)। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২২ জুলাই (সোমবার)।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলাশাসক জানান, এই জেলায় মোট ৪৫ ১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে। তিনি জানান, প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোটারদের জন্য পানীয়জল, বিদ্যুৎ, বসারস্থান ও শেড থাকবে। ভোটারগণ যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের (বিডিও) মোবাইল নাম্বার জনসমক্ষে জানানো হবে। এছাড়া পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাশাসকের অফিসে একটি কন্টোল রুম খোলা হবে। আগামী ১২ আগস্ট (সোমবার) সকাল ৮টা থেকে ভোট গণনা করা হবে। জেলাশাসক আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দল, ভোটার ও জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা জানান, নির্বাচন অবাধ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সবরকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সজল বিশ্বাস, জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক নিলোৎপল দেববর্মা, ডেপুটি কালেক্টর নবকুমার জমাতিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মদমত্ত চালকের

● প্রথম পাতার পর

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে গাড়ির চালকের নাম দেবাশীষ দেব, বাড়ি কৈলাসহরের হালাইপার এলাকায়। ঘটনার তদন্তে নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ।

এদিকে ঘটনার পর বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিবাহীর কাজ চলছে। সামান্য কিছুটা আঘাতপ্রাপ্ত হলেও ইমিউনিটি ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক বেঁচে যায়। ক্লিনিকের ডাক্তার সাওলিমা ঘোষ জানিয়েছেন যে প্রাথমিক তদন্তে দেবাশীষ দেব যে গাড়ি চালিয়েছিল তার তেমন একটা বেশি ক্ষতি হয়নি। তবে সে প্রচন্ড মাদকাসক্ত ছিল বলেই এই দুর্ঘটনা। যদি রাস্তায় লোক থাকতো তাহলে সবার জীবন বিপন্ন হতো বলে এলাকাবাসীর ধারণা।

যে বলেরো গাড়িটি ব্যবহার করা হয়েছে তার নাম্বার একটি কমার্শিয়াল নাম্বার। টি আর ০৬ ৪২০১। যদিও দেবাশীষ দেব জানিয়েছে এই গাড়িটি তার বোনের এবং সে চালক অবস্থায় ছিল। এই গাড়িতে সে ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। সে বাড়িতে অর্থাৎ কৈলাসহরে যাওয়ার রাস্তায় হাসপাতাল রোডে এই দুর্ঘটনা ঘটায়। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উত্তর জেলা হাসপাতাল থেকে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসা হয় সম্পূর্ণ ঘটনা তদন্তের জন্য।

জোটে ভরসা

● প্রথম পাতার পর

সিনহা বলেন, লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে ইন্ডিয়া জোট ছিল। এখন পনচয়েত নির্বাচনেও জোট হয়েছে। তবে জোট উনকোটি জেলায় থাকবে। উনকোটি জেলায় তিনটি ব্লক আছে। জিলা পরিষদ আছে একটি। বিধায়ক বলেন, শাসক দলের সন্ত্রাস উপেক্ষা করে মানুষ এই জোটকে ভোট দিবে।জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান বলেন ,শাসকদলের দুর্নীতি স্বজন পোষন ইত্যাদির বিরুদ্ধে ভোটারা তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।আমার ভোট আমি দেব, যাকে খুশি তাকে দেব। তিনি বলেন শাসক দল গনতন্ত্র মানে না।শাসকদল যেন মনে করে না যে বিরোধী দল দুর্বল।তাই শাসকদল নির্বাচনের আগেই সন্ত্রস শুরু করে দিয়েছে।গৌরনগর ব্লকের ফুলবাড়ি কান্দী গ্রাম পঞ্চায়তের এক কংগ্রেস সমর্থকের পুকুরে গতরাতে বিষ ঢেলে মাছ ধংস করে দিয়েছে। তাছাড়া অন্য আরেক জন কংগ্রেস সমর্থকের পায় ২৫০০ সুপারী ছোট ছোট গাছ কেটে দিয়েছে। এভাবে শাসকদল পরাজয় নিশ্চিত জেনে সন্ত্রস শুরু করে দিয়েছে।সি পি আই এম জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চোধুরী বলেন লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে জোট ছিল। কিন্তু পঞ্চায়েত স্তরে জোট করতে অনেক আলোচনা করতে হয়েছে।। পঞ্চায়েত স্তরে কোন ধরনের কাম কাজ নেই। শাসকদলের পায়ের তলায় মাটি নেই। তারা ভয় পেয়েছে। গ্রামের গরিব মানুষের কামকাজের অভাবে হন্য হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তিনি বলেন কংগ্রেস সি পি আই এম জোট হয়েছে।এই জোট নির্বাচনে ক্ষমতাসীন হবে। তিনি বলেন, ছোটখাটো কিছু অমত রয়েছে।যা আলোচনায় মিটমাট হয়ে যাবে। উনকোটি জিলা পরিষদে তেরটি আসন। যার মধ্যে কুমারঘাটে ছয়টি আসন এবং গৌরনগর এলাকায় চারটিও চন্ডিপুর ব্লক এলাকায় তিন টি আসন। এদিকে বিধায়ক বীরজিত সিনহা বলেন, শাসকদল গ্রাম গঞ্জের মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। হাহাকার চলছে দরিদ্র মানুষের পরিবারে।

মন্দির

● প্রথম পাতার পর

হবে। সব মিলিয়ে রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি পূজার যাবতীয় প্রস্তুতি একেবারে শেষ পর্যায়ে বলে জানিয়েছেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

কাছে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আর্জি জানানো হয়েছিল। তবে আদালত আট দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন।

অনুষ্ঠান শুরু

● প্রথম পাতার পর

রেখে ইতিমধ্যে মন্দির প্রাঙ্গণ সাজিয়ে তোলা হয়েছে। নব সাজে সেজে উঠছে চৌদ্দ দেবতা মন্দির। সাতদিন ব্যাপী খার্চি মেলায় দেশ ও বিদেশ থেকে সাধু-সন্ত ও ভক্তদের সমাগম হবে লক্ষ্যনীয়। মেলাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

ফিরতি লীগে স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে মোক্ষম জবাব জম্পুইজলা প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পখীলা বোড়ার দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক। মোক্ষম জবাব দিয়েছে জম্পুইজলা প্লে সেন্টার। হারিয়েছে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে। পক্ষান্তরে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের অপরাজেয় রথ কে থামালো জম্পুইজলা। প্রথম লীগে ০-৩ গোলে পরাজয়ের দারুন জবাব দিয়েছে আজ। শুক্রবার মহিলা ফুটবলের ফিরতি লীগের খেলায় জম্পুইজলা প্লে সেন্টার ৪-১ গোলের ব্যবধানে স্পোর্টস স্কুল কে পরাজিত করে সাফল্যের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে চাইছে। ১৯ জুনে প্রথম লীগের খেলায় স্পোর্টস স্কুল ৩-০ গোলের ব্যবধানে জম্পুইজলা প্লে সেন্টারকে পরাজিত করেছিল। স্থানীয় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বৈকুন্ঠ নাথ মেমোরিয়াল মহিলা ফুটবলের ম্যাচে প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ৩-১ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রথম গোল খেলার ১১ মিনিটের

মাথায় পখীলা বোড়ার পা থেকে। সাত মিনিট বাদে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বিনিতা সিনহা গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দুই মিনিট বাদে ফের পখীলার গোল, দল এগিয়ে যায় দুই-এক গোলের ব্যবধানে। প্রথমার্ধের ইনজুরি টাইমে পখীলাই আরও একটি গোল করলে তার নিজের হ্যাটট্রিক হয় এবং দল ৩-১ গোলে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ার্ধের খেলা অনেকটা আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলেও গোলের সন্ধান কেউ পাচ্ছিল না। অবশেষে শেষ বাঁশি বাজার এক মিনিট আগে জম্পুই জলার সোয়ারি দেববর্মা একটি গোল করলে ব্যবধান ৪-১ এ চূড়ান্ত হয়।

দুর্দান্ত হ্যাটট্রিক এর সুবাদে পখীলা পায় ম্যাচের সেরার প্রাইজ মানি পুরস্কার। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অরিন্দম মজুমদার, উৎপল চৌধুরী, পল্লব চক্রবর্তী ও সুপ্রিয়া দাস। দিনের খেলা: সকাল ৮টায় ফুলো ঝানু বনাম চলমান সংঘ।

নিয়ম রক্ষার ম্যাচে কেশব সংঘকে হারিয়ে লীগ অভিযান সম্পন্ন বিএসটি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন পরিচালিত ঘরোয়া সি-ডিভিশন লিগ ফুটবল প্রতিযোগিতায় দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি খেলতে নামে কেশব সংঘের বিরুদ্ধে। যদিও ম্যাচটি ছিলো উভয় দলের কাছে নিয়মরক্ষার। লিগে ইউনাইটেড বিএসটি নিজেদের শেষ ম্যাচে কেশব সংঘ কে ৪-১ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে ৭ ম্যাচে ২ জয় ও ৫ টি ম্যাচ পরাজিত হয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শেষ করে। ম্যাচে ইউনাইটেড বিএসটি-র হয়ে গোল ৪ টি করে খেলার ৩৭ মিনিটে সুনীল রিয়াং, ৪৭ মিনিটে আনন্দ দেববর্মা, ৫৩ মিনিটে মহেন্দ্র কুমার জমাতিয়া ও ৮২ মিনিটে অঞ্জন সাহা।

কেশব সংঘের হয়ে একমাত্র গোলটি করে রাকেশ জমাতিয়া। লিগে কেশব সংঘ নিজেদের শেষ ম্যাচে সোমবার খেলতে নামবে পানতৌই স্পোর্টিং সোসাইটির বিরুদ্ধে।

এদিকে, আজকের খেলায় অসদাচরনের দায়ে দুদলের দুই জনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি অসীম বৈদ্য, তপন কুমার নাথ, সুশান্ত দাস ও পল্লব চক্রবর্তী।

রঞ্জি ট্রফিতে এবার ঘরের মাঠে চারটি ম্যাচ খেলবে রাজ্য দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ঘরোয়া ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পর এবার জাতীয় স্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে রাজ্যের ক্রিকেটাররা। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড আয়োজিত জাতীয় স্তরের বিভিন্ন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের সূচি এবং ভেন্যু ঠিক করে নেয় বিসিসিআই। সেই হিসাবে এবছর প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু করে বয়স ভিত্তিক বিভিন্ন জাতীয় স্তরের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বেশ কয়েকটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজ্যে। এরমধ্যে প্রথম শ্রেণীর রঞ্জি ক্রিকেটের সূচি অনুযায়ী রাজ্য দল নিজেদের ঘরের মাঠে চারটি ম্যাচ খেলবে। আগামী ১১ অক্টোবর উড়িষ্যার বিপক্ষে ঘরের মাঠে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচ খেলবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে। একই মাঠে ২৬ শে অক্টোবর মুম্বাইয়ের মুখোমুখি হবে দল। ৬ নভেম্বর রঞ্জিতে ঘরের মাঠে তৃতীয় ম্যাচে বরোদার মুখোমুখি হবে স্বাগতিক ত্রিপুরা। টুর্নামেন্টে নিজেদের মাঠে ২৬ শে জানুয়ারি শেষ ম্যাচ খেলবে ত্রিপুরা সার্ভিসেস এর বিপক্ষে। রঞ্জি ট্রফি ছাড়াও কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি কোচবিহার ট্রফিতে ত্রিপুরা একাধিক ম্যাচ খেলবে রাজ্যে। সুচি অনুযায়ী কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফিতে আগামী ২০ অক্টোবর পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে ত্রিপুরা মুখোমুখি হবে কর্নাটকের। ২৭ শে অক্টোবর ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচে একই মাঠে প্রতিপক্ষ তামিলনাড়ু। ২৫ শে অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া অপর ম্যাচে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে দল মুখোমুখি হবে কেরালার। এই টুর্নামেন্টে নিজেদের ঘরের মাঠে রাজ্য দল শেষ ম্যাচ খেলবে একই মাঠে উত্তরাখণ্ডের বিপক্ষে। জাতীয় স্তরের কোচবিহার ট্রফিতেও রাজ্য দল নিজেদের ঘরের মাঠে একাধিক ম্যাচে প্রতিপক্ষদের মুখোমুখি হবে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী কোচবিহার ট্রফিতে চার দিনের ম্যাচে আগামী ৬ নভেম্বর পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি রাউন্ডে নিজেদের মাঠে ত্রিপুরা প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হবে পন্ডিচেরির। একই মাঠে ১৩ নভেম্বর প্রতিপক্ষ মিজোরাম এবং ২৮ নভেম্বর অরুনাচল প্রদেশ। এছাড়াও বিসিসিআই ঘোষিত অনুযায়ী পুরুষদের বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ভিজজি ট্রফি জনভিত্তিক ক্রিকেটের সাতটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে আগরতলায়। এই ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়াম ও পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে। এমনটাই জানালেন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে।

জয় দিয়ে গ্রুপ লীগ অভিযান শেষ করলো সিমনা তামাকারী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে গ্রুপ লীগ অভিযান শেষ করেছে সিমনা তামাকারী ফুটবল ক্লাব। গ্রুপ লীগে নিজেদের শেষ ম্যাচে আজ শুক্রবার ২-০ গোলের ব্যবধানে আনন্দ ভবনকে পরাজিত করেছে। প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ১-০ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলা ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সি ডিভিশন ফুটবল লিগের এ গ্রুপের ম্যাচ। সিমনা তামাকারীর পক্ষে এটি গ্রুপ লিগে অন্তিম তথা সপ্তম ম্যাচের মাথায় তৃতীয় জয়। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে পান্তৌয় স্পোটিং সোসাইটি ও ঐকতান এর সঙ্গে ড্র তে ম্যাচ নিষ্পত্তি হওয়ায় পয়েন্টের দিক থেকে কিছুটা পিছিয়ে যেতে হয়েছে। অন্যথায় সিমনা তামাকারী মূল পর্বের দাবিদার হতো। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, য় শুক্রবার বেলা একটায় ৪১ মিনিটের মাথায় প্রথম গোল, রাজমনি দেববর্মার পা থেকে। দ্বিতীয়ার্ধের খেলাও দীর্ঘক্ষণ হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত ৮১ মিনিটের মাথায় বয়ার দেববর্মার গোলে সিমনা তামাকারী ২-০ তে এগিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে আর কেউ গোল করতে সক্ষম হয়নি বলে দুই গোলে জয়ী সিমনা তামাকারী ৩ পয়েন্ট অর্জন করে মাঠ ছাড়ে।

এ গ্রুপ থেকে ঐকতান যুব সংস্থা ও জম্পুইজলা প্লে সেন্টার অনেকটা এগিয়ে রয়েছে। এদিকে আজকের খেলায় রেফারি দুদলের তিনজনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি পল্লব চক্রবর্তী, তপন কুমার নাথ, অসীম বৈদ্য ও সুশান্ত দাস।

সুইডেনে ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাটলেটিক্স থেকে সোনা জয়ের লক্ষ্যে মিতালীর অনুশীলন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আগামী ১৩-২৫ আগষ্ট সুইডেনে গুটেনবার্গ শহরে অনুষ্ঠেয় ২৬তম বিশ্ব মাষ্টার্স এথলেটিক্স আসরে ভারতীয় দলের হয়ে অংশ নিচ্ছেন ত্রিপুরার ৬ অ্যাথলেট। আগামী ১০ আগষ্ট বিমানে আগরতলা থেকে মুম্বাই হয়ে গুটেনবার্গের উদ্যেশ্যে রওনা হবেন তারা।

এই আসরে ৮০০ মি. ও ১৫০০মি. দৌড়ে দেশের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবেন রাজ্যের সোনার মেয়ে রানীর বাজার প্লে সেন্টারের মিতালী দেবনাথ। তিনি পদক জয়ের লক্ষ্যে প্রতিদিন দু বেলা সকাল বিকাল কঠোর অনুশীলন করে যাচ্ছেন। ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি অদম্য জিদ। সে কারোর কাছে হার মানতে রাজি নয়। ফিলিপাইন্সে অনুষ্ঠিত গত মাষ্টার্স এশিয়ান গেইমসে তার প্রিয় ইভেন্টে দু-দুটি সোনা জিতেছেন। বিশ্ব আসরে আবারও পদক জয়ের আশায় নিরলস অনুশীলন করে যাচ্ছেন শ্রদ্ধেয় গুরু তথা প্রাক্তন প্রশিক্ষক ধীরেন্দ্র দেবনাথের কাছে। রানীর বাজারবাসী সহ অনেক ক্রীড়া প্রেমীরাই আশা বাদী, মিতালী ওয়ার্ল মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স আসরে স্বর্ণপদক জয় করবেই।

ক্রীড়া সাংবাদিক উৎপলের পিতৃবিয়োগ, ক্লাবের শোক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।।প্রয়াত হলেন ক্রীড়া সাংবাদিক তথা ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ উৎপল ভট্টাচার্যের বাবা মিলন কান্তি ভট্টাচার্য্য। শুক্রবার সকাল ১১.৪০ মিনিটে নিজ বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। মৃত্যুকালে ওনার বয়স হয়েছিলো ৮৩ বছর।

উমাকান্ত সুইমিংপুলে আজ থেকে রাজ্য জুনিয়র, সিনিয়র সাঁতার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্টেট লেভেল সুইমিং কম্পিটিশন ২০২৩-২৪ শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। দুদিন ব্যাপী আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে উমাকান্ত সুইমিংপুলে। আয়োজক ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন। আগামীকাল বিকেল চারটায় ৩১ তম জুনিয়র এবং ৫৫ তম সিনিয়র স্টেট লেভেল সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তবে প্রতিযোগিতা শুরু হবে বিকেল তিনটা থেকেই। প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল। এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের অধিকর্তা এস বি নাথ প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। সভাপতিত্ব করবেন ত্রিপুরা অ্যামেচার সুইমিং এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি বিষ্ণু সিং থাপা। প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে সকলকে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এম কে দাস।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সীমান্ত সুরক্ষা সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে বিএসএফের অতিরিক্ত মহাপরিচালকের সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

জমছে বিল বকেয়ার পাহাড়, ধুঁকছে বিদ্যুৎ নিগম, ভোক্তা সহযোগিতা চান এমডি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ জুলাই: রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবা ক্ষেত্রকে ঢেলে সাজানোর জন্য ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেড। পাশাপাশি বিদ্যুৎ গ্রাহকরা যাতে প্রতি মাসে তাদের বিদ্যুতের বিল পরিশোধ করেন, সেজন্যও ব্যাপক প্রচার এবং গ্রাহক সচেতনতার উপর জোর দিয়েছেন নিগম।

শুক্রবার গোমতী সার্কেলে নিগমের সমস্ত সমস্ত স্তরের আধিকারিকদের নিয়ে উদয়পুর পঞ্চায়েত রাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পৌরহিত্য করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু।

উপস্থিত ছিলেন নিগমের জেনারেল ম্যানেজার স্বপন দেববর্মা এবং গোমতী সার্কেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার স্বাতি চ্যাটার্জী।

এই বৈঠকের প্রারম্ভিক বক্তব্যেই ব্যবস্থাপক অধিকর্তা নিগমের আধিকারিকদের স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ নিগমের আর্থিক সংকট চলছে। গ্রাহকদের কাছে বিশাল অংকের বিল বকেয়া রয়ে গিয়েছে। আবার বিদ্যুৎ ক্ষেত্রটি যেহেতু অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ক্ষেত্র, সেহেতু রাজ্যের ভোক্তাদেরকে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান নিগমের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু তা করতে হলে পরিকাঠামগত উন্নয়ন প্রয়োজন। আর পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে গেলে অর্থের প্রয়োজন। এক্ষেত্রে রাজ্যে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ভোক্তা দের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা। তিনি জানিয়েছেন , ভোক্তাদের কাছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে এবং অতি সহজে বিল প্রদানের ব্যবস্থার কথা জানাতে হবে। এখন বিদ্যুৎ বন্ধু অ্যাপের মাধ্যমে অন্যান্য পরিষেবার সঙ্গে বিল প্রদান করা যায়। এছাড়া বিভিন্ন এলাকায় সিএসসি অর্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টার এর মাধ্যমেও যৎসামান্য ফি এর মাধ্যমে বিল প্রদান করা যায়।

এক্ষেত্রে ভোক্তাদের সময় এবং যাতায়াত খরচ দুটোই সাশ্রয় হয়। এই পর্যালোচনা বৈঠকে উদয়পুর ডিভিশন এবং অমরপুর ডিভিশন থেকে আসা নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার , ম্যানেজার সহ অন্যান্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন সাব ডিভিশনেই বিল বকেয়ার পাহাড় জমেছে। তবে তারা এই বিল আদায়ের জন্য নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছেন। বিভিন্ন এলাকায় শুধু আর্থিক সংকটের কারণে পরিকাঠামগত উন্নতি করা যাচ্ছে না। একটি পাড়ায় কিছু অংশের ভোক্তাদের যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করার খেসারত দিতে হচ্ছে অন্যান্যদের। এক্ষেত্রে ভোক্তা সচেতনতা সহ স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বিল আদায়ের স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়া হবে বলেও বৈঠকে স্থির হয়েছে। বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা আপামর ভোক্তাদেরকে যথাসময়ে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে নিগমকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

ওভাল ফ্রেশ ফার্ম পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: গোলাঘাটি বিধানসভার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকায় অবস্থিত ওভাল ফ্রেশ নামক একটিভ প্রাইভেট সংস্থার দ্বারা পরিচালিত ফার্ম পরিদর্শনে আসেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। এদিন রাজ্যপাল বিশাল জায়গা জুড়ে গড়ে ওঠা ফার্ম পরিদর্শনে করেন। ফার্মের পক্ষ থেকে রাজ্যপালকে পুষ্পস্তবক দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়।পরে রাজ্যপাল ফার্মের কর্ণধার সহ ফার্মের অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে পোল্ট্রি মুরগির ফার্ম, বায়ু গ্যাস প্লান্ট, ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন প্ল্যান্ট, মাছ চাষের প্ল্যান্ট এবং মুরগির খাবার উৎপাদনের প্লান্ট পরিদর্শন করেন।পরিদর্শন শেষে রাজ্যপাল সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন রাজ্যে এই প্রথমবারের মতো ওভাল ফ্রেশ নামক প্রাইভেট সংস্থা একসাথে পোল্ট্রি মুরগির ফার্ম সহ মাছ চাষ এবং তার পাশাপাশি মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা উৎপাদন ও বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট শুরু করেছে। তিনি এদিন আরো জানিয়েছেন এই প্ল্যান্টের মত রাজ্যের বেকার যুবকরা যদি চায় এই ধরনের প্লেন্ট স্থাপনার মধ্য দিয়ে স্বনির্ভর হওয়া খুবই সহজ। তিনি আরো জানিয়েছেন রাজ্য সরকার এই ধরনের প্ল্যান্ট আরো বেশি বেশি করে স্থাপন করতে বিশেষভাবে নজর দিয়েছে।

নাবার্ডের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: নাবার্ডের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবসকে কেন্দ্র করে রাজধানীর হোটেলে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ব্যাংকের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা।

জনৈক ব্যাংক আধিকারিক জানিয়েছেন, আজ নাবার্ডের ৪৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৯২ সালের ১২ জুলাই নাবার্ডের সূচনা হয়েছিল। মূলত, কৃষি এবং গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

এদিন তিনি বলেন, নাবার্ড হল ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট ইন্সটিটিউট। যার কাজ হল, কৃষি এবং গ্রামের বিকাশ। ফলে, বিগত ৪৩ বছরে নাবার্ড কৃষকদের লাভে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরী করেছে।

কল্যাণপুরে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের কাজ এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১১ জুলাই: আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষিত হওয়ার পর গতকাল থেকেই কল্যাণপুর আর ডি ব্লক অর্থাৎ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে চলছে মনোনয়ন পত্র বিলি সহ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের কাজ। সর্বশেষ সংবাদ সংগ্রহ পর্যন্ত (বিকেল ৩.২০ মিনিট পর্যন্ত) যে পরিসংখ্যান সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা গেছে, এখনো পর্যন্ত বিজেপি দলের তরফ থেকে গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ১৮৫ টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে, পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ২১ টি মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

অন্যদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কল্যানপুরে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এখনো পর্যন্ত ১৬০ টি মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছে এবং পঞ্চায়েত সমিতির জন্য ২০ টা মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন, আমরা বাঙালি দলের তরফ থেকে পঞ্চায়েত সমিতির পাঁচটা আসনের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। সিপিআইএম দলের তরফ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করা হয়নি। রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে যে খবর, সেই খবর অনুযায়ী এখনো পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়নি।

মনোনয়নপত্র সংগ্রহ সহ মনোনয়নপত্র দাখিল করা এবং সার্বিকভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সুসম্পন্ন করার জন্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার রয়েছে কল্যাণপুরে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় চত্বরে।এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন কল্যাণপুরে মোট গ্রাম পঞ্চায়েতের আসন সংখ্যা ১৪৬ এবং পঞ্চায়েত সমিতির আসন সংখ্যা ১১টি।

ছেলে এবং পুত্রবধূর মারে গুরুতর আহত বাবা এবং বোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১২ জুলাই: ছেলে ও পুত্রবধূর মারে গুরুতর আহত হয়েছেন বাবা এবং বোন। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড়ে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বাড়িতে হাঁসমুরগি প্রতিপালন কে কেন্দ্র করে ছেলের সঙ্গে বিবাদ সৃষ্টি হয় মায়ের। তারপরই ছেলে আনোয়ার হোসেন এবং পুত্রবধু হোসিনা বেগম মহিলাকে বেধড়ক মারধর করে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বিশালগড় থানায় এসে জানালেও পুলিশ কোন সাহায্য করেনি বলে অভিযোগ ওই মহিলার।পরবর্তীতে আজ পুনরায় ঘটনার জের ধরে ছেলে এবং পুত্রবধু বাবা এবং বোনকে বেধড়ক মারধর করেছে। ঘটনায় গুরুতর আহত হয় বাবা। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা দেন। পুত্র এবং পুত্রবধূর এধরনের আচরণে এলাকায় ছি ছি রব উঠেছে।

রাস্তা নির্মাণের দাবিতে রেল লাইন অবরোধ জনতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: রাস্তা নির্মাণ করার জন্য শিলচর আগরতলাগামী যাত্রীবাহী রেল আটকে রেললাইন অবরোধে বসল স্থানীয় এলাকাবাসীরা।

জানা গেছে, জিরানিয়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকার মানুষ জিরানিয়া স্টেশন সংলগ্ন রেল লাইন পেরিয়ে জিরানিয়া সহ আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক পর্যন্ত যেতে হয়। কিন্তু হঠাৎ শুক্রবার রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই এলাকার মানুষ রেললাইন পারাপারের রাস্তায় পিলার বসিয়ে বন্ধ করে দেয়। এলাকার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় এলাকাবাসীরা শুক্রবার বিকাল চারটা নাগাদ জিরানিয়া স্টেশন সংলগ্ন রেললাইন অবরোধ করে। স্থানীয়দের এই অবরোধে আটকা পড়ে যায় শিলচর আগরতলাগামী যাত্রীবাহী রেল।

রেললাইন অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে রেল সুরক্ষা বাহিনীর আধিকারিকরা সহ জিরানিয়া থানার পুলিশ। এলাকাবাসীদের সমস্যা নিয়ে রেলওয়ে আধিকারিকরা স্থানীয়দের সাথে আলোচনা করতে চান।

কিন্তু তাদের দাবি রেললাইন পারাপারের রাস্তা থেকে পিলার তুলে দিয়ে এলাকাবাসীরা যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অবিলম্বে চলাচলের রাস্তা থেকে পিলার সরিয়ে না নিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বিএসএফ - সাব্রুম পুলিশের যৌথ উদ্যোগে আটক ভারতীয় টাউট সহ দুই বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: বিএসএই এবং সাব্রুম থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে ৩ জন বাংলাদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে। পুলিশী জেরায় আটককৃতদের মধ্যে একজন ভারতীয় টাউট বলে জানা গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে যৌথভাবে সাব্রুম থানাধীন বিওপি কাঠালচেড়ি এলাকায় তিনজন ব্যক্তিকে আটক করে। পুলিশী জিজ্ঞাসাবাদে তাঁদের মধ্যে দুইজন বাংলাদেশী নাগরিক বলে স্বীকার করেন। কিন্তু একজন ভারতীয় টাউট রয়েছেন। সে সাব্রুম থানাধীন দৌলবাড়ি এলাকার বাসিন্দা থাইকাই মগ(২৬)।

কাঠালিয়া ব্লকে মনোনয়ন জমা দিলেন বামফ্রন্ট প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: কাঠালিয়া ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির ৭ জন বামফ্রন্ট সমর্থিত প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন। অপরদিকে বিভিন্ন পঞ্চায়েত থেকে বামফ্রন্ট সমর্থিত মোট ৭০ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল জমা দিয়েছেন। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির সম্পাদক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েত নির্বাচন ঃ বামুটিয়া ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বামুটিয়া ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন। বৈঠক থেকে সবকটি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির কাছে প্রশাসনের তরফে নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করার জন্য সহযোগিতা আহ্বান করা হয়েছে।

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর বামুটিয়া ব্লকে সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামুটিয়া বিধানসভার বিধায়ক নয়ন সরকার, বামুটিয়ার বিজেপি মন্ডল সভাপতি বিজু পালসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃত্বরা।

আগামী ৮ আগস্ট রাজ্যের ত্রিস্তরীয় গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচন। এই নির্বাচন বামুটিয়া এলাকাতে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে এইদিন সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে বামুটিয়া ব্লকে। বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে হয়েছে নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা।

এই বৈঠকে মনোনয়নপত্র দাখিল, শাসক বিরোধী মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট দিনক্ষণ ঠিক করা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন আধিকারিকরাও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

বামুটিয়া ব্লকের বিডিও অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান এই দিন সিপিআই(এম) দলের নেতৃত্বরা বামুটিয়া ব্লক থেকে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে নিজেদের দলিয় প্রার্থীরদের জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। বিজেপি এবং সিপিআইএমকে পৃথক পৃথক তারিখ দেওয়া হয়েছে মনোনয়নপত্র দাখিল করার জন্য। এই সর্বদলীয় বৈঠকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা ব্যবস্থারও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল বামুটিয়া ব্লক চত্বরে।

মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় অবৈধ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পুর নিগমের উচ্ছেদ অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: শুক্রবার রাজধানীর চন্দ্রপুর মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় পুর নিগমের পূর্ব জোনের উদ্যোগে উচ্ছেদ অভিযান সংঘটিত করা হয়।

এদিনের এই অভিযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে পুরনিগমের জনৈক আধিকারিক জানান, পুর নিগম এলাকায় ফুটপাত সহ পাবলিক জায়গা দখল করে যে সকল ভেন্ডার তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছেন তাদের বিরুদ্ধে এদিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মূলত যারা অবৈধ দোকানিরা রয়েছেন অর্থাৎ যাদের কাছে বৈধ লাইসেন্স নেই, বা ভেন্ডার লাইসেন্স থাকা সত্ত্বেও যারা এর নিয়ম না মেনেই দোকান খুলে বসেছেন তাদের বিরুদ্ধে এদিন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মূলত ফুটপাত দখল মুক্ত করতে এবং সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারেন সেই জন্য পুর নিগম এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে বলে জানিয়েছেন আধিকারিক।

গোমতী জেলায় নমিনেশন জমা দিল কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ জুলাই: জাতীয় কংগ্রেস গোমতী জেলা কমিটির উদ্যোগে শুক্রবার জেলাশাসক অফিসে গিয়ে জেলা পরিষদের নমিনেশন জমা দিয়েছেন।গতকাল উদয়পুর মহকুমায় ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য ফর্ম তুলতে গিয়ে দফায় দফায় টেপানিয়া আর ডি ব্লকের সামনে শাসকদলের কর্মীরা বিরোধী দলের কয়েকজনকে মারধর করার অভিযোগে উদয়পুর শান্ত পরিবেশ অশান্ত হয়ে উঠে। ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা ক্ষোভ - বিক্ষোভ।তার চব্বিশ ঘণ্টা পাড় হতেই শুক্রবার জামতলা জাতীয় কংগ্রেস দলের গোমতী জেলা অফিস থেকে এক মিছিল বের করে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড, পুরানো মটরস্ট্যান্ড, মহাদেব দীঘির পাড় হয়ে গোমতী জেলা শাসকের অফিসে গিয়ে গোমতী জেলা পরিষদের ১৩ টি আসনের মধ্যে আজ শুক্রবার ১২ জন নমিনেশন জমা দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত গোমতী জেলা শাসক সুমিত লোধের কাছে। বাকি এক জন অসুস্থতার জন্য আসতে পারেনি। পরবর্তী সময়ে এসে জমা দেবে বলে জানান নেতৃত্বরা।সাংবাদিকদের সামনে জাতীয় কংগ্রেস দলের গোমতী জেলার সভাপতি টিটন পাল বলেন গতকালকের পর আজকে ও শাসকদলের কিছু সমাজবিরোধী চেষ্টা করেছিল গন্ডগোল করার জন্য। অনেক কর্মী ও সমর্থকদের রাস্তায় আটক করে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। এরপর ও কর্মী সমর্থকরা কংগ্রেস ভবনে এসে মিছিল বের করে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জেলা পরিষদের নমিনেশন জমা করতে পেরেছে।

সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বিক্ষোভ এসইউসিআই - র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: মোবাইলের রিচার্জ ও ডেটা রিচার্জের বর্ধিত মূল্য অবিলম্বে প্রত্যাহার, বেআইনী মজুত সনাক্ত করে কলোবাজারী বন্ধ করা সহ সাত দফা দাবিতে সোচ্চার হয়েছে এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য কমিটি। আজ সংগঠনের তরফ থেকে বটতলায় বিক্ষোভ দেখিয়েছে।এদিন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী বলেন, একদিকে সাধারণ মানুষের রোজগারের কোন পথ নেই, অন্যদিকে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধি মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলছে। আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেল, শক্তি, মাছ, ডিম, দুধ সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত সামগ্রীর লাগামহীনভাবে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে চলছে।এদিন তিনি অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভুলে গিয়ে শাসক দলগুলি জনস্বার্থের দিকে নজর না দিয়ে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরানোর চেষ্টা করছে। এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই। সরকার অত্যাবশ্যক পণ্য আইনকে অকেজু করে রেখেছে। তাই সংগঠনের তরফ থেকে সরকারের নিকর সাত দফা দাবি জানানো হয়েছে। দাবিগুলো হল, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, অবিলম্বে আলু, পেয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কম দামে রেশনের মাধ্যমে সরবরাহ, বেআইনী মজুত সনাক্ত করে কলোবাজারী বন্ধ করতে হোক।

কংগ্রেসের উপর হামলার অভিযোগ এনে পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন কংগ্রেস সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। রাজ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার মতো পরিবেশ নেই বলেই দাবি বিরোধীদের। এমতাবস্থায় আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুক্রবার রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল কংগ্রেস দল। আজ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা সহ পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল এই ডেপুটেশন প্রদান করেছেন।

ডেপুটেশন শেষে আশিস কুমার সাহা বলেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই গোটা রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাসের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্নভাবে আক্রান্ত বিরোধীরা। তিনি বলেন, সর্বদলীয় বৈঠক এবং নমিনেশন জমা করতে গিয়ে আক্রান্ত হয়েছেন কংগ্রেসকর্মীরা। ধর্মনগর এর কংগ্রেস নেত্রী গৌরী বিশ্বাসকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। তার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। বিশাল করে কংগ্রেস কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে। এছাড়াও এ ধরনের আরও প্রচুর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে গোটা রাজ্যজুড়ে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ রক্ষার জন্য এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবিতে পুলিশের মহা নির্দেশকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে এদিন। এ ধরনের সন্ত্রাসের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার দাবী জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ জুলাই: উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মধ্য দিয়ে আগরতলার কৃষ্ণনগর স্থিত মেহার কালীবাড়ি তে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিনের বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানটি আয়ুস মিশনের এমপ্লয়েজ এসোসিয়েশন পক্ষ থেকে করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ আরো অন্যান্যরা।

এদিন দীপক মজুমদার বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে গাছ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী প্রজন্মকে সুস্থ রাখতে বৃক্ষরোপন করা দরকার।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।